প্রিয়নবীর পূর্বপুরুষগণের ইসলাম

[আ'লা হযরত (রহ.) কৃত 'শুমূলুল ইসলাম' কিতাবের ভাষান্তর]

নবীজি (দ.)'র পিতামাতা (রাদ্বি.)'র সমাধি চিত্র

মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)

ভাষান্তর : মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

প্রকাশনায় : আ'লা হযরত রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

PDF CREATED BY
মুহাম্মদ তাহমিদ রায়হান
TO GET MORE BOOKS
www.facebook.com/sunnibookstore
+88016-13131193
info.tahmeed@gmail.com

প্রিয় নবীর পূর্বপুরুষগণের ইসলাম

[আ'লা হযরত (রহ.) কৃত 'শুমূলুল ইসলাম' কিতাবের ভাষান্তর]

লেখক : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
খতীব, হযরত খাজা গরীবুল্লাহ্ শাহ্ (রহ.) জামে মসজিদ
দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক : আ'লা হযরত রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স
মোবাইল : ০১৮১৮-৫৭৩৬৯৮

স্বত্ব : সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

১ম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১৬ খৃস্টাব্দ

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৬০/- (ষাট) টাকা

প্রিয় নবীর পূর্বপুরুষগণের ইসলাম

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

নিরীক্ষণে
আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান আলকাদেরী
প্রধান ফক্বীহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়
আ'লা হযরত রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স
হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।

অভিমত

আল্লাহ্ তাআলা অপার অনুগ্রহ দিয়ে তাঁর হাবীব রহমাতুল্লিল আলামীন (দ.) কে সর্বগুণে গুণান্বিত ও অতুলনীয় মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বংশধারায় আদম-হাওয়া (আ.) থেকে আবদুল্লাহ্-আমেনা (রাদি.) পর্যন্ত সবাই ছিলেন ঈমানদার। কারণ নবুওয়তের আমানত কোন কাফের মুশরিকের সত্তায় রাখা হয় না।

তাঁর বংশ লতিকার পূর্বপুরুষ সকলেই কুফর শির্ক থেকে পূত:পবিত্র। এ মাসআলার উপর কিতাব লিখেছেন আরব অনারবের অনেক বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনিষীগণ। ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) লিখেছেন ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১. মাসালিকুল হুনাফা, ২. আদ্দারাজুল মুনীফা, ৩. আততানযীমু ওয়াল মান্নাহ্, ৪. আল মাকালুস্ সুনদুসিয়া, ৫. নশরুল আলামীনাল মুনাফাঈন ও ৫. আসসুবুল জালিয়্যাহ্।

এ উপমহাদেশে এ মাসআলার ওপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)। গ্রন্থটির নাম শুমূলুল ইসলাম লিউসুলির রাসুলিল কিরাম। যা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য-অকাট্য প্রমাণ নির্ভর। বাংলাভাষী মুসলিম মিল্লাতের আক্বীদা রক্ষায় এটি অনন্য।

আমার স্নেহভাজন হাফেজ আনিসুজ্জমান কিতাবটির অনুবাদ করে এ মিল্লাতের অনেক উপকার সাধন করেছেন। তাঁর এ খেদমত আল্লাহ্ ও রাসূল কবুল করুন। আমীন।

মুফতী কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ
ফক্বীহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,
চট্টগ্রাম।

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল করীম

আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত রূপ-গুণের স্রষ্টা। তিনি সুন্দর, সুন্দরকে ভালবাসেন। তিনি সকল প্রকার দোষ ত্রুটি হতে পবিত্র। তিনি সৃষ্টির মধ্যে একজন বান্দাকে সবদিক থেকে দোষমুক্ত, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁরই হাবীব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। নবীজির চরিত্র মাধূর্য 'খুলূকে আযীম' তাঁর আদর্শ উসওয়ায়ে হাসানাহ। তিনি সত্তাগতভাবে নিজে যেমন নিখুঁত সুন্দর, তাঁর বংশ মর্যাদা, কৌলিণ্যও অতুলনীয়। আল্লাহ্ বলেছেন, وتقلبك فى الساجدين আপনার বংশ পরম্পরার আবর্তন অনুগত বান্দাদের মধ্যেই। হযরত আদম (আ.) থেকে আব্দুল্লাহ্ (রাদি.) পর্যন্ত এবং মা হাওয়া (আ.) থেকে আমেনা (রাদি.) পর্যন্ত তাঁর পিতা-মাতার উভয় কুলে সবাই ছিলেন এক আল্লাহ্র বিশ্বাসী মুমিন মুসলমান। এ আক্বিদাই মুমিনকে পোষণ করতে হয়। এ বিষয়ে পূর্বের ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রামাণ্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। বিশেষত: আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) অর্ধ ডজন কিতাব এ বিষয়েই রচনা করেছেন। এই আকীদা সঠিক ও প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেকে তার বিপরীত ধারণা পোষণ করে থাকে। এ উপমহাদেশের কলমসম্রাট চতুর্দশ হিজরীর মুজাদ্দিদ সুন্নী জগতের তাজদার আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) অকাট্য দলীল নির্ভর যে কিতাবটি এ বিষয়ে রচনা করেছেন, তা হল 'শুমূলুল ইসলাম লিউসূলির রাসূলিল কিরাম' অতি নির্ভরযোগ্য কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন জামেয়ার আরবী প্রভাষক আমার স্নেহাস্পদ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান। যা এ দেশের সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের অনেক উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এটির বহুল প্রচার ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কামনা করছি। আমীন। বিহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রাক-কথন

মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁর যত প্রকার নি'মাত অবারিত করে দিয়েছেন, সকল নি'মাতের উৎস বানিয়েছেন তাঁরই হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। চির সুন্দর বিধাতা যত সৌন্দর্য বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত সৌন্দর্যকে একীভূত ও পূঞ্জিভূত করে এক মূর্তিমান সৌন্দর্যের মহিমা করে বানিয়েছেন প্রিয়তম সৃষ্টি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। যে সৌন্দর্যের প্রতি বিভোর মুগ্ধ দিব্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই শায়খ সা'দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি গেয়ে উঠেছিলেন-

বালাগাল উলা বি কামালিহী, কাশাফাদ্ দুজা বি জামালিহী
হাসুনাত জামী'উ খিসালিহী, সল্লু আলায়হি ওয়া আলিহী।

প্রিয়নবীর অস্তিত্বের মাঝে, সম্পর্কের মাঝে কোন খুঁত রাখেননি সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা। এক কথায় তিনি অনিন্দ্যসুন্দর। কোন অসুন্দর, অস্পৃশ্যতার দাগ লাগানোর হিম্মত কোন শত্রুরও হবে না কোন কালে। হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ জন্য বলেছেন:

خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ　كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَآءُ

অর্থাৎ "আপনি সৃজিত হয়েছেন সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত পবিত্র হয়ে। বস্তুতঃ বিধাতার পক্ষ থেকে আপনাকে এমনভাবে গড়া হয়েছে, যেমনটি আপনি চান।" [দীওয়ানুল হাস্‌সান]

যেখানে কোন প্রকার ত্রুটির অনুপ্রবেশ নেই, সেখানে সেই পবিত্র সম্পর্কের সাথে কুফর বা শির্কের সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া- সে কেমন শত্রুতা! যে সত্য বহুদিন আগেই মীমাংসিত ও তর্কাতীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে নতুন করে তর্কের বিষয় বানাতে চেষ্টা করার বাতুলতা দৃষ্টে দুঃখ রাখার জায়গা থাকে না। যেখানে প্রিয় নবীর পরবর্তী প্রজন্ম আহলে বায়তে রাসূলের পবিত্রতার শানে আয়াতে তাত্বহীর (৩৩:৩৩) অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর বংশ তালিকায় নূর নবীজীর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের প্রতি পৌত্তলিকতার অপবাদ আনা কতই যে মারাত্মক ধৃষ্টতা, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

পূর্বসুরীদের হক্ব দাবীর সত্যতাকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শতাব্দীকাল আগে এ বিষয়ে কলম ধরেছেন কলমসম্রাট হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ দুনিয়ায়ে সুন্নিয়তের তাজেদার আ-ক্বায়ে নে'মত আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি। গ্রন্থের নাম "শুমূলুল ইসলাম লি উসূলির রাসূলিল কিরাম"। যেখানে নবীজির পিতামাতাই নন শুধু, আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে হযরত

আবদুল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এবং মা হযরত হাওয়া (আলাইহাস সালাম) থেকে মা হযরত আমিনা (রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) পর্যন্ত যাঁদের মাধ্যমে নূরে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁদের কাছে আমানত ছিল যুগে যুগে এই নূর, তাঁদের সকলের জন্য 'ইসলাম স্বীকৃত' অর্থাৎ তারা সকলেই মুমিন মুসলমান -এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন আ'লা হযরত তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে।

এ প্রসঙ্গের সংশ্লিষ্টতায় বিশ্ববরেণ্য মনীষীবৃন্দের কয়েকটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য

কাযী আবূ বকর ইবনে আরবী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হিকে প্রশ্ন করা হল, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতামাতাকে জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করে বা এ আক্বীদা রাখে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত বা ফায়সালা কী? উত্তরে তিনি মন্তব্য করেন:

اِنَّهٗ مَلْعُوْنٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا﴾ وَلَا اَذٰى اَعْظَمُ مِنْ اَنْ يُّقَالَ اَبَوَيْهِ فِى النَّار

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত। প্রমাণ হচ্ছে- এ আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত (অভিশম্পাত) দিয়েছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি (৩৩:৫৭)। আর রসূলে আকরাম তাঁর জন্য সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতামাতাকে জাহান্নামী বলার চেয়ে কষ্টদায়ক বিষয় আর কী হতে পারে?

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মন্তব্য করেন-

اِنَّ جَمِيْعَ اٰبَائِهٖ ﷺ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ. (تفسير كبير)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বপুরুষগণের সকলেই ছিলেন মুসলমান। -[তাফসীরে কবীর]

হাফেয ইবনে হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি এ প্রসঙ্গে বলেন-

اِنَّ اٰبَاءَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمَّهَاتِهٖ اِلٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ لَيْسَ فِيْهِمْ كَافِرٌ لِاَنَّ لَا يُقَالُ فِىْ حَقِّهٖ طَاهِرٌ بَلْ هُوَ نَجِسٌ. (اَفْضَلُ الْقُرٰى)

এতে সন্দেহ নেই যে, আদম ও হাওয়া আলায়হিমুস সালাম পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বপুরুষদের সকল জনক-জননীর কেউ কাফির ছিলেন না। কেননা কাফিরের জন্য পবিত্রতার বিশেষণ প্রযোজ্য নয়; বরং কাফির হচ্ছে নাপাক, অপবিত্র। -[আফদ্বালুল ক্বোরা]

আল্লামা যুরক্বানী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি বলেন,

اِذَا سُئِلْتَ عَنْهُمَا فَقُلْ هُمَا نَاجِيَانِ فِى الْجَنَّةِ. (زَرْقَانِى عَلَى الْمَوَاهِبِ)

অর্থাৎ যখন তোমাকে প্রিয় নবীর পিতামাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তুমি বল, তাঁরা উভয়েই নাজাতপ্রাপ্ত, জান্নাতেই তাঁদের ঠিকানা।-[যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব]

আল্লামা ইমাম ইবনে আবিদীন শামী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হির অভিমত:

اَلَا تَرٰى اَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ قَدْ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِحَيَاةِ اَبَوَيْهِ لَهٗ حَتّٰى اٰمَنَّا بِهٖ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ صَحَّحَهُ الْقُرْطَبِىُّ وَابْنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ دِمَشْقِى بِالْاِيْمَانِ بَعْدُ عَلٰى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ اِكْرَامًا لِلنَّبِىِّ ﷺ.

এটা কি দেখেন না যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁর পিতামাতাকে পুণর্বার জীবিত করে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছেন। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। পুণর্বার ঈমান সংক্রান্ত হাদীসটিকে ইমাম কুরতুবী ও ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেশকী 'সহীহ' বলে মত দিয়েছেন। -[ফাতওয়া-ই শামী ১/২৯৮] অলৌকিক এ ঘটনাটি নবীর সম্মানার্থেই সংঘটিত।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন,

لَيْسَ اِحْيَاءُ هُمَا وَاِيْمَانُهُمَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا فَقَدْ وَرَدَ فِى الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ اِحْيَاءُ قَتِيْلِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَاِخْبَارُهٗ بِقَاتِلِهٖ وَكَانَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَكَذٰلِكَ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ اَحْيَا اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ جَمَاعَةً مِّنَ الْمَوْتٰى وَاِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَلَا يَمْنَعُ اِيْمَانَهُمَا بَعْدَ اِحْيَائِهِمَا فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ زِيَادَةٌ فِىْ كَرَامَتِهٖ وَفَضِيْلَتِهٖ. (اَلتَّذْكِرَة)

তাঁদেরকে পুনরায় জীবিত করা ও তাঁদের ঈমানের প্রসঙ্গটি না আকলগতভাবে অসম্ভব, না শরীয়তের দৃষ্টিতেও। মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনে বনী ইসরাঈলের জনৈক নিহত ব্যক্তিকে পুণর্বার জীবিত করা ও তার হত্যাকারী সম্পর্কে খবর দেয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। তাতে এও আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম মৃতকে জীবিত করতেন। অনুরূপভাবে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে মহান আল্লাহ্ একদল মৃতব্যক্তিকে জীবিত করিয়েছিলেন। যখন পবিত্র কোরআনে এটা সাব্যস্থ হল, অতএব তাঁদের উভয়েরও পুণর্বার জীবিত হওয়া এবং পুণর্বার ঈমান আনার বিষয়টিও অসম্ভব নয়। অতঃপর এটা হয়েছিল প্রিয় নবীর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে। [আত্-তাযকিরাহ্]

বিশ্ববিখ্যাত ও জগদ্বরেণ্য মুফাসসির, বহু গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী

(রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি) ইসলামী বিশ্বে অতি সমাদৃত ও নন্দিত হন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতামাতার ঈমান প্রসঙ্গে অতুলনীয় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন বলে। তিনি শুধু এই একটি বিষয়ে ছয়-ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থসমূহের নাম:

১. مَسَالِكُ الْحُنَفَاءِ فِي وَالِدَى الْمُصْطَفٰى (মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়া-লিদায়িল মুস্তফা)

২. اَلدَّرَجُ الْمُنِيْفَةُ فِي الْاٰبَاءِ الشَّرِيْفَةِ (আদ্দারাজুল মুনীফাহ্ ফিল আবা-ইশ শারীফাহ্)

৩. اَلتَّنْظِيْمُ وَالْمِنَّةُ فِيْ اَنَّ اَبَوَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِي الْجَنَّةِ (আত্ তানযীমু ওয়াল মান্নাহ্ ফী আন্না আবাওয়াই রসূলিল্লাহি ফিল জান্নাহ্)

৪. اَلْمَقَالُ السُّنْدُسِيَّةُ فِي النِّسْبَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ (আল্ মাক্বা-লুস্ সুন্দুসিয়্যাহ্ ফিন্ নিসবাতিল মুসত্বাফাভিয়্যাহ্)

৫. نَشْرُ الْعَالَمَيْنِ الْمُنِيْفَيْنِ فِيْ اِحْيَاءِ الْاَبَوَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ (নাশরুল আ-লামাইনিল মুনীফাইন ফী ইহয়া-ইল আব্ওয়াইনিশ্ শারীফাঈন)

৬. اَلسُّبُلُ الْجَلِيَّةُ فِي الْاٰبَاءِ الْعَلِيَّةِ (আস্-সুবুলুল জালিয়্যাহ্ ফিল আবা-ইল 'আলিয়্যাহ্)

হানাফী মাযহাবের অতি নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আল্ আশ্বাহ্ ওয়ান্ নাযা-ইর' এর প্রণেতা বিশ্বখ্যাত ইসলামী দার্শনিক আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি বলেন,

وَمَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ اُبِيْحَ لَعْنُهُ اِلَّا وَالِدَىِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثُبُوْتِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَحْيَاهُمَا حَتّٰى اٰمَنَا بِهٖ.

অর্থাৎ কুফরের যামানায় যারা ইন্তিক্বাল করেছে, তাদের প্রতি লা'নত প্রয়োগ বৈধ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতামাতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। তাঁদের প্রতি এর প্রয়োগ অবৈধ। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে পুণঃজীবিত করেছেন এবং তাঁরা উভয়ে তাঁর প্রতি ঈমান প্রকাশ (করে সাহাবীর মর্যাদা হাসিল) করেছেন।

এভাবে বিশ্ববিশ্রুত সর্বজননন্দিত প্রায় সব মুসলিম মনীষী তাঁদের ঈমান সম্পর্কে স্পষ্টতঃ ইতিবাচক অভিমত প্রদান করে মুসলিম মিল্লাতের আক্বীদাকে মজবুত করে দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্দশ হিজরীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ সহকারে প্রণয়ন করেছেন 'আশ্ শুমূলুল ইসলাম লি উসূলির রাসূলিল কিরাম'। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় রচিত। পরবর্তীতে তাঁরই প্রপৌত্র এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক তাজুশ্ শারী'আহ্, জা-নশীনে হুযূর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত শাহ্ আখতার রেযা খান আল্-ক্বাদেরী আল্-আযহারী (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী) আরবী মনীষীদের

উপকারার্থে কিতাবটি আরবীতে রূপান্তর করেন। আমাদের সামনে আরবী ভাষায় অনূদিত কিতাবটিই প্রস্তাবিত বিষয়বস্তুর প্রামাণ্য অবলম্বনস্বরূপ চয়নকৃত। যা মদীনায়ে পাক থেকে প্রকাশিত হয়। এর ফলে মূল কিতাবের বক্তব্য ঈষৎ বর্দ্ধিত।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বপুরুষগণ মুমিন বা ঈমানদার ছিলেন কিনা মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে উত্থাপিত অনাহুত এ প্রশ্নের উত্তরে আ'লা হযরত এ পুস্তক প্রণয়ন করেন। কুরআন-হাদীস থেকে অকাট্য দলীল-প্রমাণ সহযোগে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবস্বরূপ তাঁর এ প্রয়াস। এ পুস্তকে আ'লা হযরত (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) পবিত্র কুরআন মজীদের দশটি আয়াত থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। কোন হাদীসে রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত পিতামাতার জন্য ইস্তিগফার নিষেধাজ্ঞাজনিত ভ্রমের নিরসন করে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। প্রিয় নবীর মু'জিযা ও বিশেষ সম্মানার্থে তাঁর পিতামাতাকে জীবিত করার প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও এতে দেওয়া হয়েছে।

এতে আরো বর্ণিত হয়েছে, সুন্দর নামকরণের মাহাত্ম্য সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীসে নবভী উপস্থাপনপূর্বক এক সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় গ্রন্থকারের সযত্ন প্রয়াস এবং আনুপূর্বিক প্রিয়নবীর পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী ও তাঁর দুগ্ধদায়িনী মহিয়সী নারীদের নামসমূহের বিশ্লেষণ, এতে এ বিষয়ের সংশ্লিষ্টতার অভিনব বর্ণনা ইত্যাদি।

তাছাড়া এ বিষয়ে যাঁদের লিখনী শাণিত হয়েছে, সে সকল সৌভাগ্যবান মনীষীর নামতালিকাও আলোচনায় এসেছে। আরো স্থান পেয়েছে অন্তিম শয্যায় প্রিয়নবীর আম্মাজানের ওসীয়ত ও তাঁর দিব্যদৃষ্টির বর্ণনা, যা তাঁর ঈমানের উল্লেখযোগ্য দলীল। সবশেষে বিষয় প্রাসঙ্গিক একটি ছোট্ট ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, যা তাহতাভীর হাশিয়া (প্রান্তটীকা) সূত্রে সঙ্কলিত। ঘটনাটি সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতামাতার ঈমান প্রসঙ্গে অপূর্ব শিক্ষণীয় উপদেশ সম্বলিত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একজন ঈমানদারের জন্য জেনে রাখা অতীব প্রয়োজন। নচেৎ মুমিনকে কাফির ভাবার মত জঘন্য অনাচারে নিমজ্জিত থাকার শামিল হবে।

শেষ বিচারে মুক্তির আশায় ওই কিতাব বাংলায় ভাষান্তর করে প্রিয় পত্রিকা 'তরজুমান'-এ আহলে সুন্নাত'র সম্মানিত পাঠকদের খিদমতে কিস্তিতে নিবেদন এবং পরে শুভাকাঙ্ক্ষী মুমিনদের জন্য ঈমানী খেদমতের প্রত্যাশায় অভাজনের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আল্লাহ্ ও রাসূল এ উদ্যোগের সাফল্য দেখার তাওফীক্ব দিন, আমীন।

-অনুবাদক

মূল বিষয়ের অবতারণা

হে আল্লাহ, তোমারই জন্য প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য চিরন্তন প্রশংসা। সালাত ও সালাম সেই নবীর প্রতি, যিনি সৃষ্টিকুল থেকে চয়নকৃত, মায়াময় সত্তা। যিনি তোমারই পবিত্র নূর, পাক-সাফ। যাঁকে তুমি সকল প্রকার কলুষতা থেকে রেখেছো পবিত্র করে, তাঁকে অধিষ্ঠিত রেখেছো প্রতিটি পবিত্র স্তরে, তাঁকে স্থানান্তরিত করেছো পবিত্র থেকে পবিত্র সত্তায়। যাঁর জন্য পূর্বাপর সকল পবিত্রতা স্বীকৃত। তাঁর পবিত্র বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতিও (দরূদ-সালাম)।

দলীলগুলো

দলীল-১

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, ولعبد مؤمن خير من مشرك [البقرة : ٢٢١]
অর্থাৎ: মুশরিকদের চেয়ে মু'মিন বান্দাই উত্তম। [বাকারা-২২১]

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন

بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذى كنت فيه ـ الحديث رواه البخارى فى صحيحه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

আদম সন্তানের প্রজন্ম পরম্পরায় আমি উত্তম প্রজন্মেই প্রেরিত হয়েছি। সেই ধারায় আমি বর্তমান এই প্রজন্মে এসে উপনীত হয়েছি।'' হাদিসটি ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি) তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।১

অন্য সহীহ হাদীসে আমীরুল মুমিনীন মাওলাল মুসলিমীন আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ) থেকে বর্ণিত আছে,

لم يزل على وجه الدهر فى الارض سبعة مسلمون فصاعدا فلو لا ذالك لهلكت الارض ومن عليها ـ اخرجه عبد الرزاق وابن المنذر بسند صحيح على شرط الشيخين

পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতিটি যুগে সাত জন বা তদূর্ধ মুসলমান বিদ্যমান থাকবেন। যদি তা না হয়, তবে পৃথিবী ও তার অধিবাসী ধ্বংস হযে যাবে। ইমাম আব্দুর রাযযাক ও ইবনুল মুনযির সহীহ সনদে এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।২

কুরআন বিশারদ হিবরুল উম্মত সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে অপর এক সহীহ হাদীসে রয়েছে-

ماخلت الارض من بعد نوح عن سبعة فيدفع بهم عن اهل الارض

১. বুখারী শরীফ, ৩৪৫৭নং
২. হযরত আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ এ (৯০৯৯) উদ্ধৃত করেন। ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি 'মাসালিকুল হুনাফা (২/২১২) এ 'শাইখাইন'র শর্তের ভিত্তিতে একটি বিশুদ্ধ সনদ' এ অভিমতের পরে মন্তব্য করেন (এ মন্তব্য মনগড়া বলা যায় না) এ হাদীসটি মারফূ'। ইবনুল মুনযির এটি স্বীয় তাফসীর-এ বারা থেকে নকল করেন। আবদুর রাযযাক এ সনদে বর্ণনা করেন।

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম'র পর থেকে পৃথিবীতে (প্রতিযুগে) এমন সাতজন (আল্লাহর বান্দা) অবশ্যই থাকবেন, যাঁদের কারণে পৃথিবীবাসী (ধ্বংস থেকে) রক্ষা পাবে।৩

স্বীয় দাবীর পক্ষে কুরআন সুন্নাহ থেকে তিনি যা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেন

যখন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রত্যেক যুগে ও প্রতিটি স্তরে ন্যূনপক্ষে সাতজন আল্লাহর অনুগত নেক বান্দা অবশ্যই থাকবেন এবং ইমাম বুখারী বর্ণিত সরাসরি সহীহ হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত যে, ওই সকল ব্যক্তি যাঁদের মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই প্রতিটি যুগে ও সময়ে ছিলেন উত্তম পর্বে।

পবিত্র কুরআনের আয়াতের বক্তব্য হলো, কাফির কোনভাবেই কুলমর্যাদায় উচু ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। মুমিন (বিশ্বাসী) বান্দা থেকে তার উত্তম হওয়া আয়াতের আলোকেই বিধেয় নয়। অতএব একথা অবশ্যই অবধারিত ও স্বীকৃত হবে যে, নবী মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র পিতৃকুল এবং মাতৃকূলের সকলেই প্রতি যুগে ও স্তরে সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ। নচেৎ সেই ধারাপ্রক্রিয়া সহীহ বুখারী সংকলিত প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র বাণীর পরিপন্থী হবে এবং তা আল্লাহ পাক (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)র মহান বাণী বিরোধী হবে, যা মহাগ্রন্থ কুরআনে পাকে বলা হয়েছে।

হাদীসের সুস্পষ্ট ও বিশদ বিবরণ এবং 'খাইরুল কুরূন' অর্থে তার ব্যাখ্যাঃ

গ্রন্থ প্রণেতা (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি) বলেন, আমি বলছি, হাদীসের মর্মার্থ হলো, কাফিরের জন্য যুগের উত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রযোজ্যতা শরীয়ত মতে বৈধ নয়। অর্থাৎ কোন কাফির 'খাইরুল কুরূন' প্রয়োগ হওয়ার জন্য উপযোগী নয়। তাই 'খাইরুল কুরূন' দ্বারা পূণ্যবান মুসলমানই উদ্দিষ্ট হবেন। উত্তম বংশ মর্যাদা বাদ দিয়ে 'খাইর' (বা সর্বোত্তম) উদ্দেশ্য হতে পারে না। (অতএব, দলীল অনুধাবন করুন)

ইমামুল জলীল, জালালুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন আল্লামা আসসুয়ূতী (কুদ্দিসা সিররুহু) উক্ত হাদীস থেকে এ তত্ত্ব নির্ণয় করেন। (আল্লাহ তাঁকে তার সুন্দর প্রতিদান দিন)

৩. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি 'আলহাভী লিল ফাতাওয়া', মাসালিকুল হুনাফা ২১২/২-য় বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আযযুহদ-এ, আলখিলাল কারামাতুল আউলিয়ায় শাইখাইন'র শর্ত ভিত্তিক সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ماخلت الارض من بعد نوح من الخ -এ হাদীসটিও মারফূ।' আবু নুয়াইম 'আল হুলাইয়া'তে (২০/৬) বর্ণনা করেন, কা'ব থেকে বর্ণিত لم يزل في الارض بعد نوح عليه السلام اربعة عشر يدفع بهم العذاب

দলীল-২

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

انما المشركون نجس [التوبة۔ ٢٨]

মুশরিকরা তো অপবিত্রই। [সূরা তাওবা-২৮]

হাদীসে পাকে রয়েছে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لم يزل الله ينقلنى من الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبة الا كنت فى خيرهما

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে পাক উদরে স্থানান্তর করতে থাকেন, যাঁরা ছিলেন নিষ্কলুষ, নির্দোষ হালতে। যখনই সে ধারা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে, আমি ছিলাম তার মধ্যে উত্তম ভাগে।

অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات رواهما ابو نعيم فى دلائل النبوة عن ابن عباس رضى الله تعالٰى عنهما

'আমি বরাবর পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র জঠর দেশে স্থানান্তর হয়ে এসেছি।' উভয় হাদীস হযরত আবু নুয়াইম দালায়েলুন্নুবুয়ত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেন।[৪]

অপর এক হাদীসে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لم يزل الله ينقلنى من الاصلاب الكريمة والارحام الطاهرة حتى اخرجنى من ابوىّ رواه ابن ابى عمر العدنى فى مسنده بن عباس رضى الله تعالٰى عنه

অর্থাৎ-আল্লাহ্ পাক আমাকে (আমার নূর) সভ্রান্ত পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র জঠরে স্থানান্তরিত করতে থাকেন। এভাবে শেষ পর্যায়ে আমার পিতামাতা থেকে আমাকে প্রকাশিত করেন। এটি ইবনে আবু উমর আদনী তাঁর মসনদ-এ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।

অতএব এটা অবধারিত হয়ে গেল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)র সম্মানিত পবিত্র পিতৃপুরুষগণ এবং মর্যাদামণ্ডিত পূতঃপবিত্র মাতৃকুলের সকলেই ঈমান ও তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন।

৪. এ হাদীস আবু নুয়াইম দালায়েলুন্নবুওয়ত (১৫) এ সংকলন করেন।

কেননা কোন কাফির পুরুষ কিংবা নারীর জন্য মর্যাদা ও পবিত্রতার কোন অংশ পবিত্র কুরআনের আলোকে নেই।

এ দলীল গ্রহণ করেছেন ফখরুল মুতাকাল্লিমীন ইমামুল আজাল আল্লামাতুল ওয়ারা ফখরুদ্দীন রাযী (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি),[৫] আর তাঁকে সমর্থন ও তাঁর মতামতকে সঠিক বলেছেন ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি),[৬] আল্লামা মুহাক্কিক সানূসী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু),[৭] আল্লামা তিলমিসানী (আশশিফা'র ব্যাখ্যাকার), ইমাম ইবনে হাজার আলমক্কী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু),[৮] এবং মাওয়াহেবে লদুনিয়া'র ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুহাম্মদ যুরকানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)সহ আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

দলীল-৩

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন-

وتوكل على العزيز الرحيم الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين

[الشعراء- ٢١٩]

অর্থাৎ- আর তাঁর উপর ভরসা করুন, যিনি ইয্যতওয়ালা এবং করুণাময়। তিনি দেখেন আপনাকে, যখন আপনি দণ্ডায়মান হোন এবং মুমিনদের মধ্যে আপনার আবর্তিত হওয়াকে। [শুআরা : ২১৯]

ইমাম রাযী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুর মোবারক সিজদাকারী থেকে সিজদাকারীর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। অতএব আয়াতে করীমা প্রমাণ করছে যে, তাঁর সকল পূর্ব পুরুষ ছিলেন ঈমানদার।[৯]

এ বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ইমাম ইবনে হাজার[১০] এবং আল্লামা যুরকানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

---

৫. ইমাম রাযী এটিকে 'আসরারুত তানযীল'-এ বর্ণনা করেছেন। (৩৯/৭) কিন্তু তিনি এমন অনেক বর্ণনাকারী হতে উদ্ধৃত করেন, যাদের অভিমতে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। (লক্ষণীয়) ইমাম রাযীর কথা পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর তাফসীরে (৩৮-৪০/৭), (১৭৩/২৪) দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার এ ভ্রমের ক্ষেত্রে সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি'র তথ্যানুসন্ধান করেন।

৬. আলহাভী লিল ফাতাওয়া, মাসালিকুল হুনাফা (২১০/২) গ্রন্থে।

৭. আলমানহুল মাক্কিয়্যাহ ফী শারহিল হামযিয়্যাহ পৃ. ১০০।

৮. আসরারুত তানযীল (৩৮/৭) আমরা উল্লেখ করেছি যে, কথাটি তিনি অন্যদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

৯. আসরারুত তানযীল ৩৮/৭, আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ বক্তব্য তিনি ভিন্নজনের নিকট থেকে উদ্ধৃত করেন।

১০. আলমানহুল মাক্কিয়্যা ফী শরহিল হামযিয়্যা (পৃ. ১০১)

আবু নুআইমের সংকলনে ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)র হাদীস রয়েছে, যা এ অর্থকে জোরদার করে।[১১]
ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন তার সার্বিক দিক দিয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে। বিশেষ কোন দিক গৃহীত অর্থের বিরোধী নয়। পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে একাধিক অর্থের কোন একটি নির্দিষ্ট করে প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে পূর্বাপর ওলামায়ে কেরামের আমল সাক্ষ্য রয়েছে।

দলীল-৪

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-
ولسوف يعطيك ربك فترضى অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু আপনাকে এতই দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। [সূরা দ্বোহা, আয়াত ৫]
মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কী মান-মর্যাদা, শান-শওকত ও কী অপরিমেয় ভালোবাসা যে, তাঁর উম্মত সম্পর্কে রাব্বুল ইযযত তো বলেই দিয়েছেন-

سنرضيك فى امتك ولا نسؤك - رواه مسلم فى صحيحه

অর্থাৎ অচিরেই আমি উম্মতের বিষয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করবোই এবং আপনাকে মর্মাহত করবো না। এ হাদীসে মুবারক ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১২]
কিন্তু ওই সন্তুষ্টি ও দানের মহিমা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সহীহ হাদীসে হুযূর সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পিতৃব্য আবু তালেব সম্পর্কে বলেন যে-

وجدته فى غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح رواه البخارى ومسلم عن العباس ابن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما

অর্থাৎ আমি তাকে আপাদমস্তক আগুণে নিমজ্জিত অবস্থায় পেয়েছি। তখন টেনে তাকে গোড়ালীর সীমা পর্যন্ত এনে দেই।

---

১১. যে হাদীসখানা তিনি দালায়েলুন নুবুওয়াত এ (১৭) লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত وتقلبك فى الساجدين [شعراء : ٢١٩ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আম্বিয়ায়ে কেরামের পৃষ্ঠদেশে আবর্তিত হতে থাকেন, এভাবে জননী তাঁকে ভূমিষ্ট করেন।

১২. সহীহ্ মুসলিম, 'উম্মতের জন্য নবীর প্রার্থনা' শীর্ষক অধ্যায়, কদীমী কুতুবখানা, করাচী-১১৩/১।

এ হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

অপর বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে-

ولولا انا لكان فى الدرك الاسفل من النار - رواه ايضا رضى الله عنه

অর্থাৎ যদি আমি না হতাম, তবে আবু তালেব জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকতো। এ হাদীসও ইমাম বুখারী একই সূত্রে বর্ণনা করেন।[১৪]

আরো একটি বিশুদ্ধ হাদীসে ইরশাদ করেন- اهون اهل النار عذابًا দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তি আবু তালেবের জন্য। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।[১৫]

এ কথা সুস্পষ্ট যে, হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে তাঁর সম্মানিত পিতামাতার যে নৈকট্য, আবু তালেব'র সাথে তার তুলনা কোথায়? আবার তাঁদের ওযরও স্পষ্ট যে, না তাঁদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছে, না তাঁরা ইসলামের যুগ পেয়েছেন। যদি তাঁরা (আল্লাহর পানাহ্) জান্নাতবাসী নাও হতেন, তবে অবশ্যই তাঁদের প্রতি আবু তালেবের চেয়ে অনেক কম শাস্তি হতো এবং তাঁরাই সবচেয়ে কম আযাবে থাকতেন। এটা তো বিশুদ্ধতম হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থী। অতএব একথা অকাট্যভাবেই স্বীকার্য যে, তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামাতা অবশ্যই জান্নাতী, আলহামদু লিল্লাহ! এ প্রমাণের দিকেই খাতেমুল হুফফায ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) ইঙ্গিত করেছেন।

আমার বক্তব্য (আ'লা হযরত'র উক্তি), তাওফীক আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে-এ প্রমাণ সংক্রান্ত বিবরণ হলো, সত্যের মূর্ত-প্রতীক হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, 'জাহান্নামে সবচেয়ে হাল্কা শাস্তি হবে আবু তালেব'র উপর। এখন আমাদের প্রশ্ন-আবু তালেব'র উপর শাস্তির এ লঘুকরণ কী কারণে? এটা কি হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাহায্য সহায়তা কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিদান? না কি এজন্যই যে, তাঁর প্রতি হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র স্বভাবগত মুহব্বত ছিল, তার প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সদয় দৃষ্টি ছিল?

---

১৩. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, করাচী ৫৪৮/১, সহীহ্ বুখারী কিতাবুল আদাব, ৯১৭/২, সহীহ্ মুসলিম, বাবু শাফায়াতিন্নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লিআবী তালিব ১১৫/১ কদিমী কুতুবখানা, করাচী মুদ্রিত, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল,আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।

১৪. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু শাফায়াতিন নবীয়্যি লিআবী তালিব, করাচী ১১৫/১, সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, করাচী, ৫৪৮/১, সহীহ্ বুখারী কিতাবুল আদাব, ৯১৭/২,

১৫. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু আহ্ওয়ানি আহ্লিন্নার আযাবা করাচী-১১৫/১।

হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عمّ الرجل صنو ابيه رواه الترمذی بسند حسن عن ابی هريرة رضی الله تعالٰی عنه وعن علی والطبرانی الكبير عن ابن عباس رضی الله تعالٰی عنهم

মানুষের জন্য চাচা পিতৃস্থানীয়। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী 'হাসান' সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিবরানী কবীর বর্ণনা করেন ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে।[১৬]

প্রথমোক্ত কারণটি বাতিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَقدمنا الی ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا

"আর যা কিছু আমল তারা করেছে, আমি ইচ্ছে করতঃ তা অতি সূক্ষ্ম বালুকণার মতো করে দিয়েছি, যা সূর্য রশ্মিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভাসমান দেখায়।' [২৩:২৫]

পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে, কাফিরদের সব আমল নিরেট বরবাদ। কাজেই শেষোক্ত কারণটি অবশ্যই সঠিক। আর এটাই বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ থেকে প্রাপ্ত । তথ্য আবু তালেব'র আমল'র বাস্তবতা এ পর্যন্ত যে, হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপাদমস্তক আগুনে নিমজ্জিত পেয়েছেন। আমল উপকারে এসে থাকলে তা প্রথমেই কার্যকর হতো। আবার হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ইরশাদ, আমি তাকে পায়ের গিরা পর্যন্ত আগুন থেকে টেনে এনেছি। আমি না হলে সে জাহান্নামের শেষ তবকায় থাকতো।[১৭]

শাস্তির এ লঘুকরণ অবশ্যই আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খাতিরেই এবং সামগ্রিকভাবে তাঁরই সম্মানার্থে। দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট আবু তালেব'র আযাব কখনোই এতটা কষ্টকর হতে পারে না, যতোটা বুযুর্গ পিতামাতার ব্যাপারে (মাআযাল্লাহ) হতে পারে। না তার (চাচার) উপর থেকে শাস্তি লঘুকরণ হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নয়নের ওই শীতলতা, যা আব্বা আম্মার ব্যাপারে হবে। না চাচার বিষয়ে লক্ষ্য করে হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ওই শ্রদ্ধা ও সম্মান হবে, যা আব্বা-আম্মাজানের মুক্তির মাঝে থাকবে। আল্লাহর পানাহ, যদি তাঁরাই জান্নাতবাসী না হতেন, তবে সবদিক থেকে সদয় বিবেচনা ও অনুগ্রহের জন্য তাঁরাই ছিলেন অধিকতর হকদার।

১৬. জামে' তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পিতৃব্য আবুল ফদ্বল'র ফযীলত অধ্যায়, আমিন কোম্পানী, দিল্লী থেকে মুদ্রিত ২১৭/২, আল মু'জামুল কবীর, ১০৬৯৮নং হাদীস, আলমাকতাবুল ফায়সালিয়্যাহ, বৈরুত, ৩৫৩/১০।

১৭. সহীহ বুখারী, মানাকিবে আনসার, ৫৪৮/১, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান ১১৫/১, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ২০৭,২১০/১।

পক্ষান্তরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আবু তালেব'র জন্য এটা হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন ও সেবা শশ্রুষারই প্রতিদান হয় তবে কোন প্রতিপালন বাবা-মার লালনপালনের সমান হতে পারে? কোন সে সেবা গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের সাথে পাল্লা দিতে পারে? কোন লালনপালনকারী কিংবা কোন সেবা প্রদানকারীর দাবি কি কখনো বাবা মার হক'র সমান হতে পারে? যাকে রাব্বুল ইয্যত নিজের হক'র পাশে বিবেচনার সাথে উল্লেখ করেছেন ان اشكرلى ولوالديك (অর্থাৎ আমার হক মেনে নাও এবং নিজ পিতামাতার হক)।[১৮]

আবু তালেব বহু বছর খেদমত করেছেন, তবে যাবার সময়ে দুঃখও এমন দিয়েছেন, যা বর্ণনা করার যোগ্য নয়। সর্বপ্রকারে হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলেমা পড়তে বলেছিলেন, না তা পড়তে চেয়েছেন, না পড়েছেন। বিভ্রান্তি এমনটা আহরণ করলেন, যার ক্ষমাও নেই। সারাজীবন মু'জিযা দর্শন,হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা ঐশী প্রমাণ প্রয়োগের অধিকতর কারণ হয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতামাতার বিষয়টি ভিন্ন। না তাঁদের প্রতি কলেমা'র আহবান এসেছে, না তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলে প্রত্যেক দিকে প্রত্যেক মানদণ্ডের ভিত্তিতে, প্রত্যেক বিবেচনায় তাঁদেরই নাজাতের পাল্লাভারী।

অতএব, আবু তালেব'র আযাব হ্রাস হওয়া থেকে এটাই স্বীকৃত হয় যে, হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানিত পিতামাতা (দোযখের) শাস্তিতে আদৌ পতিত হননি। এটাই উদ্দিষ্ট, আল্লাহ্ মহান, প্রেমময়।

দলিল-৫

আমি (আ'লা হযরত) বলছি-

মাওলা আযযা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন-

لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون

দোযখবাসী ও বেহেশ্‌তবাসী সমান নয়। বেহেশ্‌তবাসীরাই সফলকাম।[১৯]

হাদীস শরীফে রয়েছে- হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল মুত্তালিবের আওলাদে পাকের এক সম্ভ্রান্ত পবিত্র মহিলাকে আসতে দেখলেন।

---

১৮. সূরা লুকমান, আয়াত ১৪।

১৯. সূরা হাশর, আয়াত-২০।

যখন নিকট আসলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ما اخرجك من بيتك অর্থাৎ নিজবাড়ি থেকে বাইরে যাওয়ার কারণ? তিনি আরয করলেন- اتيت اهل هذا الميت فترحمت اليهم وعزيتهم لميتهم তাদের একজন মারা যাওয়ায় তাদের বাড়িতে রহমত কামনা এবং সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। তখন হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, لعلك بلغت معهم الكدى মনে হচ্ছে তুমি তাদের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত গিয়েছিলে? তিনি আরয করলেন معاذ الله ان اكون بلغتها وقد سمعتك تذكرنى فى ذالك ماتذكر অর্থাৎ আল্লাহর পানাহ্ যে, আমি সেখানে যাবো। আমি হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সে বিষয়ে তিনি যা উল্লেখ করেছেন। সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন- لو بلغتها معهم ما رايت الجنة حتى يراها جدابيك যদি তুমি তাদের সাথে ওখানে যেতে, তবে তুমি জান্নাতের দেখা পেতে না। যতক্ষণ না আব্দুল মুত্তালিব তা দেখেন-

رواه ابوداؤد والنسائى واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما اما ابو داؤد فتأدب وكنّى وقال فذكر تشديدًا فى ذالك واما ابو عبد الرحمن فادّى لتبليغ العلم واداء الحديث على وجهه لكل وجهة هو موليها

এ হাদীস আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।২০ শব্দমালা নাসাঈ'র সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে। ইমাম আবু দাউদ তাযীম প্রদর্শন করে এখানে কঠোরতার বর্ণনা ইঙ্গিতে করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু আব্দুর রহমান খোলাখুলি ইলম পৌঁছে দেন এবং হাদীসের হক্ব আদায় করেছেন। প্রত্যেক বস্তুরই দৃষ্টি ফেরাবার স্বতন্ত্র দিক রয়েছে, যেদিকে তা অভিমুখী হয়।

এটা তো হাদীসে নবভীর ইরশাদ, এখন আহলে সুন্নাতের আকায়েদকে সামনে রেখে একটু ইনসাফ প্রয়োজন।

১. মহিলাদের জন্য কবরস্থানে গমন করা সর্বোচ্চ পক্ষে গুনাহর কাজ।
২. আর কোন গুনাহর কাজ, কোন মুসলমানের জান্নাত থেকে বঞ্চিত এবং কাফের হওয়ার সমতুল্য নয়। আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ক. মুসলমানের জান্নাতী হওয়া শরীয়তে অবধারিত, যদিও আল্লাহ মাফ করুন শাস্তির পরে হউক।

২০. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল জানায়েয, বাবুন নাঈ, করাচী, ২৬৫,২৬৬/১ সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, বাবুত তা যিয়া-আফতাব আলম প্রেস, লাহোর ৮৯/২

পক্ষান্তরে খ. কাফির জান্নাতে যাওয়া অকাট্যরূপে অসম্ভব। যা অনন্তকাল ব্যাপী কখনও সম্ভব হবে না।

৩. কুরআন সুন্নাহর 'নস' (শব্দমালা) সমূহ বাহ্যিক অর্থেই প্রযোজ্য হওয়া জরুরী। বিনা প্রয়োজনে তাঁর ভিন্ন অর্থ গ্রহণ বা তা'ভীল করা জায়েয নয়।

৪. মানুষের মধ্যে নিষ্পাপ হওয়া শুধু নবীগণেরই বিশেষত্ব। তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ যতো মহান মর্যাদারই হোক না কেন, তাদের পক্ষ থেকে পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব ও স্বীকৃত।

পূর্বে বর্ণিত এ চারটি মূলনীতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত। এখন চার মূলনীতি মোতাবেক যদি কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া ধরে নেয়া হয়, তবে তৃতীয় নীতি অনুযায়ী দণ্ডনীয় হবে। এ ধর্তব্যের আলোকে যে, হযরত আবদুল মুত্তালিবকে মাআযাল্লাহ্ (আল্লাহরই আশ্রয়!) অমুসলিম বলা হয়, তবে তা হবে প্রথম ও দ্বিতীয় মূলনীতি অনুযায়ী অসম্ভব ও বাতিল। অধিকন্তু আয়াতে করীমা মোতাবেকও বাতিল ও অসম্ভব।

অতএব, অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, হযরত আবদুল মুত্তালিব মুসলমান ও জান্নাতবাসী। যদিও সিদ্দীক্ব-ই আকবর, ফারূক্ব-ই আ'যম, উসমান যুন্-নূরাঈন, হযরত আলী, খাতূনে জান্নাত ফাতিমা যাহ্রা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম-এর মত সর্বাগ্রে অগ্রবর্তীদের মত নয়।

এখন হাদীসের অর্থ তা'ভীল (ভিন্নার্থের অবকাশ) ও তাসাররুফ (রূপান্তর) এর প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই অনায়াসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বাইদ মোতাবেক হয়ে গেল। অর্থাৎ যদি এ আমল তোমার দ্বারা সম্পাদন হত, অগ্রবর্তীদের সঙ্গে জান্নাতে যাওয়া তোমার পক্ষে ঐ পর্যন্ত সম্ভব হত না, যতক্ষণ না হযরত আবদুল মুত্তালিব সেখানে প্রবিষ্ট হন।

هكذا ينبغى التحقيق والله تعالى ولىّ التوفيق

(বক্তব্যের বিশ্লেষণ এরূপই হওয়া সমীচীন। আর আল্লাহ্ তাআলাই সামর্থ্য প্রদানের মালিক)

দলীল-৬

আমার (মূল গ্রন্থকার) বক্তব্য হলঃ

قال ربنا الاعز الاعلى - ولله العزّةُ ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنفقين لايعلمون

আমাদের পালনকর্তা ইয্যত ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "সম্মান তো আল্লাহ্ ও রসূল এবং মুমিন মুসলমানদের জন্যই; কিন্তু মুনাফিকরা তো জানেনা।" -[সূরা মুনাফিক্বূনঃ ৮]

আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেনঃ

يـاايها الـنـاس انّا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير

অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে পরস্পরের পরিচয় পেতে পারো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই অধিকতর সম্মানের অধিকারী, যে অধিক তাক্বওয়াবান বা সবচে' খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত। -[সূরা হুজুরাতঃ ১৩]

বর্ণিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তাআলা সম্মান ও মর্যাদাকে মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর যতই সম্ভ্রান্ত হোক না কেন, অবিশ্বাসী কাফিরদের সাব্যস্ত করেছেন নীচ ও নিকৃষ্ট। আর কোন নীচ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান হওয়া কোন অভিজাত ও মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য প্রশংসার কারণ হতে পারে না। এ কারণেই কাফির পিতৃপুরুষের বংশোদ্ভূত বলে গৌরবান্বিত হওয়া বা মর্যাদা প্রকাশ করা হারাম। সহীহ হাদীস শরীফে রয়েছে-

مـن انتسـب الـى تسعة اباء كفار يريدهم عزّا وكرما كان عاشرهم فى النار - رواه احمد عن ابى ريحانة بسند صحيح

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার লক্ষ্যে নিজের নয় উর্ধ্বতন কাফির পুর"ষের (প্রজন্মের) এভাবে উল্লেখ করে যে, "আমি অমুকের পুত্র অমুকের পুত্র অমুকের পুত্র অমুক।" তবে তাদের দশম পুরুষ হবে জাহান্নামী। এ হাদীস ইমাম আহমদ আবূ রাইহানা থেকে বিশুদ্ধ সনদে (বর্ণনাকারীর সূত্র) বর্ণনা করা হয়েছে।[২১]

পক্ষান্তরে, বহু মাশহূর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মর্যাদা ও আভিজাত্যের বর্ণনা এবং বীরত্ব ও যশঃগীতি করতে গিয়ে একাধিকবার নিজের সম্মানিত পিতৃপুরুষ ও মাতৃবংশের মহিমা উল্লেখ করেছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণের জন্য কাফিরেরা প্রবল হয়ে পড়ে এবং মুষ্টিমেয় সাহাবা-ই কেরাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জড়ো হয়েছিলেন। তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পরাক্রমশালী রসূলের মধ্যে আত্মমর্যাদার চমক শাণিত হয়ে ওঠে।

---

২১ মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, 'হাদীসে আবূ রাইহানা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আল্-মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত, ১৩৪/৪

বীরদর্পে তিনি বলে উঠেন-

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب رواه احمد والبخاری ومسلم والنسائی عن البراء بن عازب

অর্থাৎ "আমি (সত্য) নবীই, এটা মিথ্যে নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" এ হাদীস আহমদ, বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ হযরত বারা ইবনে আযেব রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২২]

সে মুহূর্তে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের কয়েকসহস্র সৈন্যের বাহিনীর উপর একাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। আর হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর বাহন শরীফের লাগাম প্রাণপণে ধরে রাখলেন, যাতে তিনি সামনে অগ্রসর না হন। এমতাবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যবান আক্বদাস থেকে শুনা যাচ্ছিল:

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب

"আমি যে নবীই তা মিথ্যে তো নয়, আমি আবদুল মুত্তালিব-তনয়।" এ হাদীস বারা ইবনে আযেব থেকে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ্ ও আবূ না'ঈম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বর্ণনা করেন।[২৩]

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লাগাম টেনে ধরেছেন এবং হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লেজের দিক ধরে রাখলেন আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বাণী উচ্চারিত হচ্ছিল:

قد ماهاانا النبی لا کذب - انا ابن عبد المطلب - رواه عساکر عن مصعب بن شیبة عن ابیه

"আমার এ বাহনটিকে তোমরা সামনে যেতে দাও, আমি সত্য নবী, মিথ্যে নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।"

এ হাদীস মুসআব ইবনে শায়বা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে ইবনে আসাকির রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন।[২৪]

---

২২ সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ من قاد دابة عبرة فی الحرب শীর্ষক অধ্যায় ৪০১/১, হাদীস নং ২৮৬৪, মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জিহাদ باب غزوة حنین ১০০/২ হাদীস নং ১৭৭৬, মুসনাদে আহমদ ২৮১/৪

২৩ মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাহ্, কিতাবুস সিয়ার ১৮১/৬, হুলইয়াতুল আউলিয়া ১৩২/৭, কানযুল উম্মাল: হাদীস নং ৩০২০৭, ৫৪০/১০

২৪. তারীখে দামেশক আল-কবীর অনূদিত ২৮৫৮, শায়বা ইবনে ওসমান, বৈরুত ১৭২/২৫।

কাফিররা যখন খুব কাছে এসে পড়ে, তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খচ্চর (বাহন মুবারক) থেকে নেমে পড়লেন। ওই অবস্থায় তিনি মুখে আওড়াচ্ছিলেন:

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ۔ اللهم انزل نصرک ۔ رواه ابن ابی شیبة وابن جریر عن البراء

অর্থাৎ "আমি নবীই, মিথ্যে নয়, সাচ্চা, আমি যে আবদুল মুত্তালিবের বেটা। হে আল্লাহ্! আপনার সাহায্য নাযিল করুন।" এ হাদীস বারা ইবনে আযেব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনে আবু শায়বা ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন।[২৫] এটুকু বলার পর সরকারে কায়েনাত পবিত্র হাত মুবারকে এক মুঠো ধুলো নিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন **شاهت الوجوه** (বিকৃত হয়ে যাক চেহারাগুলো)।[২৬]

ওই ধুলোমাটি সেই সহস্র কাফিরদের প্রত্যেকের চোখে চোখে গিয়ে পড়ল এবং সকলের মুখ অন্যদিকে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা বর্ণনা করেছেন, যে মুহূর্তে হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওই ধুলো-কঙ্কর আমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আমাদের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত তামার প্রাচীর গড়ে দেয়া হয়েছে, আর এর উপর থেকে পাহাড় আমাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ ছিল না।

وصلى الله على الحق المبين سيد المنصورين واله وبارک وسلم

আল্লাহ্ তাআলা দুরূদ সালাম ও বরকত নাযিল করুন, 'হাক্বক্বে মুবীন' (সুস্পষ্ট সত্য) এর প্রতি, যিনি সাহায্যপ্রাপ্তদের কর্ণধার, আর তাঁর বংশধরগণের প্রতিও।

انا ابن العواتک من بنی سليم رواه سعيد بن منصور فی سننه والطبرانی فی الکبير عن سبابة بن عاصم رضی الله تعالی عنه

অর্থাৎ আমি বনু সুলাইমের ওই মহিয়ষী মহিলাগণের সন্তান, যাঁদের নাম আতিকা।[২৭]

---

২৫ ইবনুল জারীর এর বরাতে কানযুল উম্মাল, হাদীস নম্বর ৩০২০৬, বৈরুত ৫৪১/১০

২৬ কানযুল উম্মাল: হাদীস নম্বর ৩০২১৩, মুআসসাসা আর-রিসালা, বৈর"ত ৫৪১/১০, জামেউল বয়ান (তাফসীরে ইবনে জারীর) لقد نصركم الله الاية আয়াতের ব্যাখ্যায়, দারুল ইয়াহইয়া আত্‌তুরাসুল আরবী, বৈরুত, ১১৮/১০

২৭. কানযুল উম্মাল, হাদীস ৩১৮৭৪, মুআস্‌সাসা আর রিসালাহ্, বৈরুত ৪০২/১১, আল্‌-মু'জামুল কাবীর, ১৬৮/১৬৯/৭, আল মাকতাবাতুল ফাইসালিয়্যা, বৈরুত।

এ হাদীস সাঈদ ইবনে মানসুর স্বীয় সুনান গ্রন্থে এবং তাবরানী মু'জামে কবীর গ্রন্থে সাবাবাহ ইবনে আসিম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, কোন এক যুদ্ধে তিনি ইরশাদ করেনঃ

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب - انا ابن العواتک - رواه ابن عساکر عن قتادة

অর্থাৎ আমি নবীই, মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি আতিকা নামী বিবিগণের সন্তান।[২৮] এ হাদীস কাতাদাহ্ থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।

তাইসীর গ্রন্থকার আল্লামা মানাভী, 'কামূস' প্রণেতা ইমাম মাজদুদ্দীন ফায়রূযাবাদী, 'সিহাহ' গ্রন্থকার জাওহারী এবং সানআনী প্রমুখ মনীষী বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহীদের নয়জন মহিয়ষীর নাম ছিল আতিকা।[২৯]

ইবনুল বারর বর্ণনা করেন, আতিকা নাম্নী বার জন বিবির মধ্যে তিনজন ছিলেন বনু সুলাইম গোত্রের, দু'জন কোরাইশী, দু'জন আদ্ওয়ানী, আর কিনানিয়া, আসাদিয়া, হুযালিয়া, কুযাইয়া ও আযদিয়া গোত্রের একজন করে।[৩০] 'তাজুল 'আরূস'-এ এর উল্লেখ রয়েছে।

আবু আবদুল্লাহ আদাভী বলেন, ওই পবিত্র রমণীগণের সংখ্যা চৌদ্দ। তিন কোরাইশী, চার সুলামী, দুই আদওয়ানী আর হুযালিয়া কাহতানিয়া, কুযাঈয়া, সাকাফিয়া, আসাদিয়া, বনূ আসাদ খুযাইমা গোত্র থেকে একজন করে। এ বর্ণনাটি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি আল্-জামি'উল কবীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, কমসংখ্যক বর্ণনা অধিক সংখ্যক বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

হাদীসে পাকে পাওয়া যায়, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রশংসামূলক অবস্থান ও আভিজাত্যের মর্যাদা বর্ণনায় তাঁর একুশ পুরুষ পর্যন্ত নসবনামা (বংশতালিকা) উল্লেখ করে বলেন, "আমি বংশকৌলিণ্যে তোমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, পিতৃপুরুষেও আমি সর্বোত্তম।"

অতএব বর্ণিত কুরআনের 'নস' বা আয়াতের ফায়সালা মতে এটাই অবশ্যম্ভাবী যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পিতা এবং মাতার উর্ধ্বতন নয় নারীর সকলেই মুসলমান। (আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)।

---

২৮ তারীখে দামেশক আল্-কাবীর معرفة امه و جداته শীর্ষক অধ্যায়, দারু ইয়াহইয়াত্তুরাসুল্ আরবী।

২৯ আলজামি'উস্ সগীর এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ আত্-তাইসীর انا ابن العواتک হাদীসের ব্যাখ্যা, মাকতাবা ইমাম শাফে'ঈ, রিয়াদ ২৭৫/১ আস্-সিহাহ الکاف فصل العین শব্দ প্রসঙ্গে, বৈরুত, ১ ৭১১/৪

৩০ তাজুল 'আরূস, আল্-কাফ অধ্যায়ের 'আল্-আঈন' পরিচ্ছেদে দারু ইয়াহ ইয়াতুত্ তুরাস আল্-আরবী ১৫৯/৭

দলীল-৭

قال ينوح انّه ليس من أهلك انّه عمل غير صالح

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক সুবহানাহ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে নূহ! সে আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো নিঃসন্দেহে অশুদ্ধ আমলের ধারক।"

-[সূরা হূদ : ৪৬]

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা মুসলমান ও কাফিরের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। আর এ জন্যেই একজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অপরজন উত্তরাধিকারী হয়না।

হাদীস শরীফে আছে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

نحن بنو النضر بن كنانة لا ننتفى من ابينا رواه ابو داؤد الطياليسى وابن سعد والامام احمد وابن ماجة والحارث والماوردى سموية وابن قانع والطبرانى فى الكبير وابو نعيم والضياء المقدسى فى صحيح المختار عن الاشعث بن قيس الكندى رضى الله تعالى عنهم

অর্থাৎ "আমরা নাদ্বর ইবনে কিনানার বংশধর। আমরা পিতা থেকে নিজেদের বংশক্রমকে বিচ্ছিন্ন করিনা।"[৩১] এ হাদীস আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী, ইবনে সা'দ, ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ, হারেস, মাওয়ার্দী, সুমুওয়াই, ইবনে কানে', তাবরানী, কাবীর, আবূ নাঈম এবং জিয়া মাক্বদাসী, সহীহ মুখতার ইবনে আশআস ইবনে কাইস আলকিন্দী থেকে বর্ণনা করেছেন। কাফির থেকে বংশক্রম ছিন্ন করতে আহকামুল হাকিমীনই হুকুম দিয়েছেন। আবার (আল্লাহরই আশ্রয় প্রার্থনা করছি) পৃথক না করার অবকাশ কোথায়? [কুফর'র অস্থিত্ব নেই বলেই ছিন্ন করারও প্রয়োজন নেই।]

দলীল-৮ ও ৯

আমি (গ্রন্থকার) বলছি, মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন,

ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية

---

৩১. কানযুল উম্মাল হাদীস নং ৩৫৫১৩, বৈরুত ৪৪২/১২, সুনানি ইবনে মাজাহ: ابواب الحدود باب من نفى رجلا من قبلته এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পৃষ্ঠা-১৯১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস্ আল্-আসআস ইবনে কায়স আলকিন্দী, বৈরুত; আল্-মু'জামুল কাবীর ২১৯০, ১২১৯১, মুসনাদে আবূ দাউদ আত্ত্বায়ালিসী, হাদীস নং ১০৪৯। আত্-ত্বাবকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ কৃত ذكر من انتمى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم দারে সাদের, বৈরুত: ২৩/১০; দালা-ইলুন্ নুবূয়ত, কৃত বায়হাক্বী باب ذكر شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم দারুল কুতুবিত্ তা'লিমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৭৩/১

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আহলে কিতাবের সকল কাফির ও মুশরিক জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল থাকবে। তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে খারাপ।

নিঃসন্দেহে সেইসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাঁরা সৃষ্টিতে সর্বোত্তম।৩২

আর হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

غفر اللّٰه عزوجل لزيدبن عمرو ورحمه فانه مات على دين ابراهيم رواه البزار و الطبرانى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنهما

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তাআলা যাইদ বিন আমরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁকে রহম করেছেন, কেননা তিনি দ্বীনে ইবরাহীম'র উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।৩৩

এ হাদীস বাযযার ও তাবরানী সাইয়্যিদুনা সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

رأيته فى الجنة يسحب ذيولاً رواه بن سعد والفاكهى عن عامر بن ربيعة رضى الله تعالٰى عنهما

অর্থাৎ আমি তাঁকে জান্নাতে নেয়ামতে পরিপূর্ণ দেখেছি। হযরত আমের ইবনে রবীআহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে ওই হাদীস ইবনে সা'দ ও ফাকেহী বর্ণনা করেছেন।৩৪

বায়হাক্বী ও ইবনে আসাকির'র হাদীসে সাইয়্যিদুনা মালিক অতঃপর আযযুহরী, তারপর আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র সনদ সূত্রে রয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল ইরশাদ করেন-

---

৩২. সূরা-৯৮, আয়াত-৬।

৩৩. ইবনে সা'দ কৃত আত্তাবকাতুল কুবরা- সাঈদ বিন যাইদ অনূদিত। দারে সাদের, বৈরুত ৩৮১/৩।

৩৪.ইবনে সা'দ ও ফাকেহী'র বরাতে ফতহুল বারী, কিতাবুল মানাকিব যাইদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল'র হাদীস, মুস্তফা আলবাবী, মিশর ১৪৭/৮।

انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ماافترق الناس فرقتين الاجعلنى الله فى خيرهما فخرجت من بين ابوين فلم يصبنى شئ من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى ابى و امى واناخيركم نفسا وخيركم ابا وفى لفظ فانا خيركم نسبا وخيركم ابًا -

অর্থাৎ- আমি হলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাঈ ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে নদ্বর ইবনে কিনানাহ্ ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলইয়াস ইবনে মুদ্বার ইবনে নাযযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান। মানুষের বংশধারা দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়নি, কিন্তু (যখনই দু'ভাগ হয়) আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উত্তমভাগে রেখেছেন। আমি আমার পিতামাতা থেকে এভাবেই জন্ম নিয়েছি যে, জাহেলী যুগের কোন বৈশিষ্ট্য আমার নাগাল পায়নি। আমি নিষ্কলুষ, শুদ্ধ বৈবাহিক পন্থায় আত্মপ্রকাশ করেছি। এ ধারা আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে আমার পিতামাতা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ছিল। অতএব আমার বুযুর্গ সত্ত্বা তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আমার পিতৃধারা তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।৩৫
বর্ণনান্তরে 'নাফসান' স্থলে' নাসাবান' শব্দ এসেছে।

প্রথমত. এ হাদীসে না বোধক বক্তব্য সাধারণভাবে উল্লেখ হয়েছে, অর্থাৎ জাহেলী যুগের অবক্ষয় জনিত কোন বিষয়ই হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধারায় কখনো কোন দাগ লাগাতে পারেনি। এ প্রমাণটিই যথেষ্ট। আর জাহেলী যুগকে শুধু যিনা বা ব্যভিচার দ্বারা নির্দিষ্ট বা সীমায়িত করাটা হবে কারণবিহীন।

দ্বিতীয়ত. ইরশাদ হয়েছে, আমার পিতৃপুরুষ তোমাদের সবার পিতৃকুল থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তাদের সবার মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)ও অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রিয় নবীর বুযুর্গ পিতা হযরত যাইদ থেকেও উত্তম। আর এ উত্তম হওয়া আয়াত'র হুকুম মোতাবেক ইসলাম ছাড়া অসম্ভব।

---

৩৫. দালায়েলুন্নবুওয়ত 'যিকরু আসলি রাসুলিল্লাহ' অধ্যায়, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৭৪-১৭৯/১, তারীখে দামাশক আলকবীর যিকরু মা'রিফাতি নাসাবিহী, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, পৃ. ২৯,৩০,৩৮/৩।

দলীল-১০

اقول قال الله عزوجل الله اعلم حيث يجعل رسالته

দশম দলীলে আমি বলবো, মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলাই উত্তম জানেন যে, তিনি নিজ রিসালত তথা পয়গাম্বরী কোথায় রাখবেন।[৩৬]

আয়াতে কারীমা থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও মর্যাদামণ্ডিত স্থানকেই তাঁর রিসালত'র আমানত রাখার জন্য বেছে নেন। আর এ জন্য কখনো কোন নীচ বংশ ও অকুলীন কারো কাছে রিসালত'র আমানত সংস্থাপন করেন নি। কুফর ও শির্ক'র চেয়ে বেশী ইতর আর কোন্ বস্তুটি হতে পারে? কুফ্‌র ও শির্ক'র নিকৃষ্ট পাত্র কী করে সেই উপযুক্ততা রাখতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রিসালতের নূর তাতে আমানত রাখবেন? কাফেররা তাঁর ক্রোধ ও লা'নতের পাত্র আর রিসালতের নূর রাখার জন্য তো সন্তুষ্টি আর রহমত'র পাত্র দরকার।

মুমিনজননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা'র মধ্যে একবার আল্লাহ্র ভয়-ভীতি ভীষণ প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরয করলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন, আপনি কি এই ধারণাই রাখেন যে, রাব্বুল ইযযত জাহান্নামের এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তাঁর হাবীবে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জোড়া বানিয়েছেন? তখন উম্মুল মু'মিনীন বলে ওঠলেন, فرجت عنی فرج الله عنک অর্থাৎ আপনি আমার উদ্বেগ দূর করলেন, আল্লাহ্ আপনার উদ্বেগ দূর করুন।

খোদ হাদীসে পাকে রয়েছে, হুযূর সাইয়িদে ইয়াওমিন নুশুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ان اللّٰه ابٰى لى ان اتزوّج او ازوّج الا اهل الجنة - رواه ابن عساكر عن هند ابن ابى هالة رضى الله تعالٰى عنه

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য জান্নাতবাসী ব্যতীত শাদী করা বা দেওয়া স্বীকৃত রাখেন নি। এ হাদীস হিন্দ ইবনে আবী হা-লা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন।৩৭ (রাদ্বি.)

---

৩৬. আল কুরআনুল করীম, সূরা ৬, আয়াত ১২৪।

৩৭. তারীখে দামাশ্ক আলকাবীর, রামালা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখার ইবনে হারব.... দার ইহ্ইয়া আততুরাস আল আরবী ১১০/৭৩।

যখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর হাবীবে আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য এটা পছন্দ করেন নি যে, অমুসলিম কোন নারী তাঁর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করুক, তখন স্বয়ং হাবীব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নূর মাআযাল্লাহ্ কুফরীর স্থলে আমানত রাখতে অথবা স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দেহ মুবারক নাউযুবিল্লাহ কাফিরদের রক্তে মিশ্রণপূর্বক সৃষ্টি পছন্দ করাটা কীভাবে আশা করা যায়?

আল্‌হামদু লিল্লাহ্, এখানে দশটি মহান দলীল পত্রস্থ হল। প্রথম চারটি মহান ইমামদের প্রদত্ত নির্দেশনা থেকে, শেষ ছয়টি সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ফকীর (গ্রন্থকার)'র সৌভাগ্যের অংশ।

تلک عشرة كاملة والحمد لله فى الاولى والاخرة

অর্থাৎ- দশ পূর্ণতা পেল, পূর্বে ও পরে সকল প্রশংসার হক্বদার আল্লাহ তাআলা।

উদাত্ত অবহিতকরণ

প্রিয় নবীর হাদীসে পাক'র ان ابى واباک فى النار (অর্থাৎ আমার ও তোমার বাবা জাহান্নামে) এ অংশে আরবী اب দ্বারা আবু তালেব উদ্দেশ্য হওয়ার নিয়ম স্পষ্ট।[৩৮]

আল্লাহ তাআলার বাণী-

قالوا نعبد الٰهک واله اٰبائک ابراهيم واسماعيل واسحٰق

অর্থাৎ- তারা বললো, আমরা উপাসনা করবো তাঁর, যিনি আপনার এবং আপনার বাবা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক'র উপাস্য।[৩৯]

ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর বাণী لابيه اٰزر কে এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন।

ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং আহলে কিতাবদ্বয় (ইয়াহুদী ও নাসারা)'র মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত যে, আযর সাইয়িদুনা হযরত ইবরাহীম খলীল আলায়হিস্ সালাম'র পিতা নন, চাচা ছিলেন। আর ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা)'র নিষেধাজ্ঞা নাউযুবিল্লাহ্ তাওহীদ (একত্ববাদ) বিহীন হওয়াকে প্রমাণ করে না।

ইসলামের প্রারম্ভে সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম مدیون বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াতেন না।[৪০]

যে নামাযের মূল তত্ত্ব ইস্তিগফার বা মাগফিরাত কামনাই।

আমার (গ্রন্থকার) বক্তব্য, হাদীসে রয়েছে, যখন প্রধান সুপারিশকারী হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুণঃপুণঃ সুপারিশ করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে ঈমানদারদের বেহেশতে দাখিল করাতে থাকবেন,

৩৮. সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ঈমান بيان ان من مات على الكفر অধ্যায়, কদীমী কুতুবখানা, করাচী-১১৪/১।

৩৯. আলকুরআনুল কারীম, সূরা ২, আয়াত ১৩৩।

৪০. ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে مدیون বা مقروض এর স্থলে یهود পাওয়া গেছে, তবে বাক্য হাঁ বোধক। সূত্র : আরবী অনূদিত কপি, কৃত. আল্লামা আখতার রেযা খাঁন আযহারী।

সর্বশেষ তারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে, যাদের কাছে তাওহীদ (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস) ছাড়া কোন পুণ্য নাই। গ্রহণযোগ্য শাফায়াতের মালিক হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবারো সিজদায় পতিত হবেন। এক পর্যায়ে হুকুম হবে,

يا محمد ارفع رأسک وقل يسمع لک وسل تعط واشفع تشفع

অর্থাৎ- হে হাবীব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আপনার শির মুবারক উত্তোলন করুন। আপনি আরয করুন, সে আরয গ্রহণ করা হবে। আপনি চান, আপনার চাওয়া পূরণ করা হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবূল করা হবে।

সাইয়িদুশ শাফিঈন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরয করবেন, يارب ائذن لى فيمن قال لا اله الا الله অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, আমাকে তাদের ব্যাপারেও সুপারিশ'র অনুমোদন দিন, যারা স্রেফ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছেন। তখন রাব্বুল ইযযত ইরশাদ করবেন,

ليس ذالک اليک لکن وعزتي وکبريائي وعظمتي وجبرائي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله رواه الشيخان عن انس بن ملک رضي الله تعالیٰ عنه

অর্থাৎ সেটা আপনার জন্য নয়, কিন্তু আমার ইয্যতের কসম, আমার বড়ত্বের শপথ, আমার আযমত'র শপথ এবং পরাক্রমের শপথ, আমি অবশ্যই ওইসব লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আনব, যারা লাইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলেছেন। এ হাদীস হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম লিপিবদ্ধ করেন।৪১

لا اله الا الله محمد رسول الله والحمد لله وصلى الله تعالیٰ على الشفيع الرفيع واله وبارک وسلم

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলা দুরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল করুন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুপারিশকারীর প্রতি এবং তাঁর আহলে বায়ত'র প্রতি।

৪১. সহীহুল বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, کلام الرب يوم القيامة مع الانبياء অধ্যায় কদীমী কুতুবখানা, করাচী-১১৮,১১৯/২, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار অধ্যায়, কদীমী কুতুবখানা, করাচী-১১০/১

সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বুযুর্গ পিতা-মাতার ইন্তেকাল ইসলামী যুগের আগেই হয়েছিল। ওই সময় পর্যন্ত তারা ছিলেন তাওহীদপন্থী এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লা ওয়ালাই। অতএব, নিষেধাজ্ঞা 'ওটা আপনার উদ্বেগের বিষয় নয়' জাতীয়। পরবর্তীতে রাব্বুল ইয্যত জাল্লা জালালুহ্ তাঁর প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণে তাঁদের উপর নেয়ামত'র পূর্ণতা বিধানের জন্য আসহাবে কাহ্ফ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম'র মত যিন্দা করেছিলেন। ফলে তাঁরা হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর ঈমান গ্রহণপূর্বক সাহাবীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে পূণরায় অন্তিমশয্যা গ্রহণ করেন। অতএব, খোদায়ী রহস্য এটা যে, তাঁদেরকে জীবিত করার এ ঘটনা বিদায় হজ্জের সময় সংঘটিত হয়। যখন কুরআনুল করীম পরিপূর্ণ অবতীর্ণ হল। আর আয়াতে করীমা "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى" (অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গতা দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম)।[৪২] অবতরণ করে আল্লাহর দ্বীন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিলেন। যাতে তাঁদের ঈমান, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও পরিপূর্ণ শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদেরকে জীবিত করা মর্মে বর্ণিত হাদীসকে বড়জোর 'যঈফ' (দুর্বলসূত্র) বলা যেতে পারে। যেমন খাতেমুল হুফ্ফায আল্লামা হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। এর চেয়ে উত্তম বিশ্লেষণ কী? আরবী প্রবাদ আছে- لا عطر بعد العروس (লা ইতরা বা'দাল আরূস) অর্থাৎ আরূসের পর আতর'র কী গ্রহণযোগ্যতা? যঈফ হাদীস ফযিলতের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে আমি যারপরনাই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছি আমার (গ্রন্থকার) "আল্হা-দীল কা'ফ ফী হুকমিদ্ দ্বিআফ" পুস্তিকায়। বরং ইমাম ইবনে হাজার মক্কী বলেছেন একাধিক হাফিয (হাদীস বিশেষজ্ঞদের বিশেষ স্তর) মুহাদ্দিস এ হাদীসকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

'আফদ্বালুল কুরা লিকুররাই উম্মিল কুরা'য় উদ্ধৃত আছে,

ان اٰباء النبی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم غیر الانبیاء وامھاتہ الی ادم وحواء لیس فیھم کافر لان الکافر لایقال فی حقہ انہ مختار ولا کریم و لا طاھر بل نجس وقدصرحت الاحادیث بانھم مختارون وان الاٰباء کرام والامھات طاھرات وایضا قال تعالٰی وتقلبک فی الساجدین علی احد التفاسیر فیہ ان

৪২. সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩

المراد تنقل نوره من ساجد الى ساجد وحينئذ فهذه صريح فى ان ابوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اٰمنة وعبد الله من اهل الجنة لانهما اقرب المختارين له صلى الله تعالى عليه وسلم وهٰذا هو الحق بل فى حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه ان الله تعالى احياهما فامنا به الخ مختصرا فيه طول-

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশলতিকায় যতো জন আম্বিয়া কেরাম আছেন তাঁরা তো সকলে নবীই আছেন, তাঁরা ছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে যত নারীপুরুষ আছেন, একেবারে আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম পর্যন্ত তাঁদের কেউ কাফের ছিলেন না। কেননা কোন কাফেরকে 'প্রিয় ভাজন' 'সম্মানিত' কিংবা 'পবিত্র' বলে অভিহিত করা যায় না। অথচ হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পিতৃধারা ও মাতৃধারার সম্মানিত নারী পুরুষ সম্পর্কে হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সকলেই আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়ভাজন। পিতৃজনেরা সম্মানিত, মাতৃজনেরা সকলে পবিত্র সত্তা। এছাড়া **وتقلبك فى الساجدين** (অর্থাৎ এবং নামাযীদের মধ্যে আপনার প্রত্যাবর্তন) এ আয়াতের এক তাফসীর এটাও যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র 'নূর মুবারক' একজন সাজদাকারী (অর্থাৎ আল্লাহওয়ালা) থেকে অপর সাজদাকারীর মধ্যে স্থানান্তর হয়ে হয়ে এসেছিল । কাজেই এখন এ থেকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বুযুর্গ পিতা-মাতা হযরত আমেনা ও হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসী। কেননা তাঁরা তো ওই সকল পবিত্র বান্দাদের মধ্যে নিকটতম, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। এটাই সঠিক ও সত্য। উপরন্তু এক হাদীস, যাকে একাধিক 'মুহাদ্দিস হাফেজ' সহীহ বলে মন্তব্য করেন এবং তাতে আপত্তিকারীদের কথাকে ভ্রুক্ষেপ করেন নি তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খাতিরে তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করেছেন। এমনকি তাঁরা হুযূর'র প্রতি ঈমানও এনেছেন। এখানে হাদীসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে, নয়তো এ হাদীস যথেষ্ট দীর্ঘ পরিসর। এরূপই বলা হয়েছে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।৪৩

---

৪৩. আফদ্বালুল কুরা লিকুররা-ই উম্মিল কুরা, ...এর ১৬ কৃত মাজমাউস সিকাফী আবু যোহরী-১৫১/১

اقول وبما قرأت امر الاحياء ان رفع مازعم الحافظ ابن دحية من مخالفة الايات عدم انتفاع الكافر بعد موته كيف وانا لانقول ان الاحياء لاحداث ايمان بعد كفره بل لاعطاء الايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتفاصيل دينه الاكرام بعد المضى على محض التوحيد وحينئذ لاحاجة بنا الى ادعاء التخصيص فى الايات كما فعل العلماء المجيبون –

অর্থাৎ- আমি (মূল গ্রন্থকার) বলছি, জীবিত করার ঘটনাটি, যা (হে পাঠক) আপনি পড়েছেন, তাতে হাফেয ইবনে দাহইয়ার ওই কথাটি খণ্ডন হয়ে যায় যে, সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বুযুর্গ পিতা-মাতার ঈমান স্বীকার করলে কুরআনে করীমের ওই আয়াতগুলোর পরিপন্থিতা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যাতে কাফিরদের মৃত্যুর পর উপকৃত না হওয়ার উল্লেখ আছে। পরিপন্থিতা কীভাবে অপরিহার্য হতে পারে? কারণ আমরা তো বলছি না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানিত পিতা মাতাকে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুর পর ঈমান প্রদানের জন্য জীবিত করা হয়েছে; বরং আমরা তো এটাই বলছি যে, তাওহীদ (একত্ববাদে বিশ্বাস)'র উপর ইন্তেকাল হওয়ার পর বিশেষভাবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং মর্যাদাময় দ্বীনে মুহাম্মদীর সামগ্রিক আহকামের উপর ঈমান'র সম্পদ দানে গৌরবান্বিত করার জন্য তাঁদেরকে জীবিত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের জন্য আয়াতে করীমা খাস বলে দাবী করার প্রয়োজন নেই। যেমনটি উত্তরদাতা কিছু ওলামায়ে কেরাম দাবী করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হল এটা- **ومن مذهبى حب الديار لاهلها – وللناس فيما يعشقون مذاهب** আমার মাযহাব (চলার নীতি) হলো এই যে, শহরবাসীদের কারণেই শহরকে মুহাব্বত করা, আর মানুষের কাছে প্রিয় বস্তুর ব্যাপারে নিজ নিজ ভিন্ন পথ রয়েছে।

যার এটা পছন্দ হয় তো, তা উত্তম ও নেয়ামত। যদি তা না হয়, তবে নিদেনপক্ষে এটুকু হোক যে, যবান হেফাযত করুন, অন্তর পরিষ্কার রাখুন। এ আয়াতের মর্মবাণীকে ভয় করুন- **ان ذالكم كان يؤذى النبى** অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়ে থাকে।৪৪

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী শরাহ্-য় উল্লেখ করেন-

ما احسن قول بعض المتوقفين فى هذه المسئلة الحذر الحذر من ذكرهما بنقص فان ذالك قد يؤذيه صلى الله عليه وسلم لخبر الطبرانى لا توذوا الاحياء بسب الاموات

অর্থাৎ যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ মাসআলার ক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন করেন, তাঁদের কেউ কেউ কত উত্তম বলেছেন যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি

৪৪. আল্‌কুরআনুল করীম : সূরা : ৩৩, আয়াত-৫৩।

ওয়াসাল্লাম'র সম্মানিত পিতামাতাকে কোন ত্রুটিসহকারে উল্লেখ করা থেকে সাবধান, সাবধান! তাতে হুযূর সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কষ্ট পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, মৃতদের মন্দ বলে জীবিতদের কষ্ট দিও না।[৪৫]

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো অনন্তকাল যিন্দা, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ এবং কথা-বার্তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, আর আল্লাহ তাআলাও ইরশাদ করেছেন- والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৪৬]

বিবেকবানদের উচিত এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা। ہشدار کہ رہ برسر دم تیغ است قدم را (হুঁশিয়ার থেকো, মানুষের উপর চড়াও হওয়া পায়ের জন্য তলোয়ার স্বরূপ)।

ধরে নিলাম যে, (ঈমানের পক্ষে) এ মাসআলা অকাট্য নয়, সর্বসম্মত নয়; কিন্তু অন্যপক্ষে অকাট্য প্রমাণ কী? কী রকম ঐকমত্য? মানুষ যদি আদব রক্ষার্থে ভুলও করে, তবে তা (আল্লাহর পানাহ্!) বে-আদবী বা অবমাননার দিকে ভুল হওয়ার চাইতে লক্ষগুণ উত্তম। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فان الامام ان يخطئ فی العفو خير له من ان يخطئ فی العقوبة رواه ابن ابی شيبة والترمذی والحاكم صححه والبيهقی عن ام المؤمنين رضی الله تعالٰی عنها

অর্থাৎ (যতটুকু পারা যায় শাস্তি প্রয়োগ এড়িয়ে চল।) কেননা ক্ষমার ক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির ত্রুটি বিচ্যুতি, শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটি করার চাইতে উত্তম।

এ হাদীস উম্মুল মু'মিনীন থেকে ইবনে আবু শাইবা, তিরমিযী, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। হাকেম এটাকে সহীহ্ বলেছেন।[৪৭]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (কুদ্দিসা সিররুহু আলী) তাঁর ইহ্ইয়া-উল উলূম শরীফে বলেন, কোন মুসলমানের প্রতি কবীরা গুনাহর অপবাদ আরোপ করাও বৈধ নয়, যতক্ষণ না তা সর্বজনবিদিত অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়।[৪৮]

---

৪৫. আফদ্বালুল কুরা লিকুররাই উম্মুল কুরা, শেএর ১৬ মাজমাউস সিকাফী আবু যাহবী ১৫৪/১।

৪৬. আল কুরআনুল করীম : সুরা : ৯, আয়াত ৬১।

৪৭. আল মুস্তাদরিক, আবওয়াবুল হুদূদ ماجاء فی درء الحدود অধ্যায় ১৭১/১ আমিন কোম্পানী, দিল্লী। আসসুনানুল কুবরা: কিতাবুল হুদূদ ماجاء فی درء الحدود بالشبهات অধ্যায় ২৩৮/৮, দারসাদির, বৈরুত। আল মুসান্নাফ লিইবনি আবী শাইবাহ (অভিন্ন অধ্যায়) হাদীস নং- ২৮৪৯৩, দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ ৫০৮/৫, বৈরুত।

৪৮. ইহ্ইয়া উল উলূম : কিতাবু আফাতিল লিসানিল আ-ফিক্বাহ ১২৫/৩ মাত্বাআহ, আল মাশহাদুল হুসাইন, কায়রো।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র (আল্লাহর পানাহ্) 'অমুক, তমুক'র সন্তান' হওয়া অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত কী করে সাব্যস্ত করা যাবে? মৌখিক বিশ্বাস ঘোষণার প্রমাণ না থাকা ঈমানের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রতিবন্ধক নয়। তবে কি তোমাদের ঈমান'র অস্তিত্ব এ কথায় সম্মত যে, সরকারে মুস্তফা নূর নবীজির অতি নগন্য গোলামদের কুকুর (দাসানুদাস) পর্যন্ত নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে سرر مرفوعة সুউচ্চ পালঙ্কে হেলান দিয়ে আরাম-আয়েশ ভোগ করবে, আর যাঁর পাদুকা মুবারকের সদকায় জান্নাত ধন্য হয়েছে, তাঁরই বুযুর্গ পিতামাতা মাআ-যাল্লাহ! গযব ও আযাব'র শিকার হয়ে দুর্ভোগ পোহাবেন? হ্যাঁ এ কথা ঠিক যে, আমরা 'গণী ও হামীদ' আল্লাহ জাল্লাশানুহ্র প্রতি কোন নির্দেশনা আরোপ করতে পারি না; কিন্তু ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ কোন বস্তু সৃষ্টি করল? অপরপক্ষেও বা কোন্ সে অকাট্য দলীল? হায় আল্লাহ! বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট একটি হাদীসও নেই। সে পক্ষে যা বর্ণিত, তা কখনোই বিশুদ্ধ নয়। যা বিশুদ্ধ, তা সে পক্ষে মোটেও স্পষ্ট নয়। যেদিকে আমরা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছি, তাতে কমসে কম মৌনতা অবলম্বন এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আদব বজায় রাখাই দাবী করে। অতঃপর সর্বশক্তিমানের হাতেই সর্বতো ইখতিয়ার।

খোদায়ী গুঢ় রহস্য

গ্রন্থকার বলেন, বস্তুর বহিরাবরণ তার ভেতরকার দর্পণ। নামটি তার নামাঙ্কিত সত্তারই নির্দেশক। বলা হয়ে থাকে الاسماء تنزل من السماء অর্থাৎ নামসমূহ আসমান থেকেই নাযিল হয়। সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اذا بعثتم الیّ رجلاً فابعثوہ حسن الوجہ حسن الاسم رواہ البزار فی مسندہ والطبرانی فی الاوسط عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالٰی عنہ بسند حسن علی الاصح

অর্থাৎ "যখন আমার কাছে কোন দূত প্রেরণ কর, তখন ভাল চেহারার, ভাল নামের কাউকে প্রেরণ করবে।" এ হাদীস বাযযার স্বীয় মুসনাদে, তাবরানী আওসাত গ্রন্থে সাইয়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বিশুদ্ধতম মতের অনুকূলে হাসান সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

اعتبروا الارض باسمائها رواه ابن عدى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالٰى عنه وهو حسن لشواهد

অর্থাৎ ভূখণ্ডকে তার নাম'র ভিত্তিতে মূল্যায়ন কর। এটাকে ইবনে আদী সাইয়িদুনা

৪৯. আল মু'জামুল আওসাত : হাদীস নং ৭৭৪৩, ৩৬৫/৮, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, কানযুল উম্মাল : বাযযার ও তিস'র বরাতে হাদীস - ১৪৭৭৫, ৪৫/৬ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।[৫০] সমর্থিত সূত্রে এটা হাসান পর্যায়ের।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন-

كـان رسـول اللـه صلى الله تعالٰى عليه وسلم يتفاء ل ولا يتطير وكان يعجبه الاسم الحسن رواه الامام احمد والطبرانى فى شرح السنة

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভ লক্ষণকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু কোন কিছু অলুক্ষণে হওয়াকে মানতেন না। সুন্দর নাম তাঁকে আনন্দ দিত। ইমাম আহমদ, তাবরানী ও বগভী এটাকে শরহুস সুন্নাহ্য় বর্ণনা করেন।[৫১]

মুমিনজননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন-

ان النبى صلى الله تعالٰى عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح رواه الترمذى

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুন্দর নামগুলোকে বদলে দিতেন। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন।[৫২]

উম্মুল মু'মিনীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকেই অপর বর্ণনায় রয়েছে-

كـان رسـول الله تعالٰى عليه وسلم اذا سمع بالاسم القبيح حوّله الى ما هواحسن رواه الطبرانى بسنده وهو عند ابن سعد عن عروة مرسلاً

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অসুন্দর নাম শুনতেন, তখন তা সুন্দর নামে পরিবর্তন করে দিতেন।

তাবরানী এ হাদীসকে নিজস্ব মুত্তাসিল (যে হাদীসের সনদে কোন বর্ণনাকারী বাদ না যায়) সনদে বর্ণনা করেন[৫৩] এবং ইবনে সা'দ'র মতে উরওয়া থেকে মুরসাল (যে সনদের শেষপ্রান্তের রাবী বাদ যায়) সনদে বর্ণিত।

বারীদা আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন-

ان الـنبـى صـلـى الـلـه تعالٰى عليه وسلم كان لا يتطير من شئ وكان اذا بعث عـاملاً سأل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به وروئى بسر ذالک فى وجهه وان كـره اسـمـه روئـى كـراهية ذالک فـى وجهـه واذا دخل قرية سأل عن اسـمها فـاذا اعـجبـه اسـمه فرح بها وروئى بسر ذالک فى وجهه وان كره اسمها روئى كراهية ذالک فى وجهه [رواه ابوداؤد]

---

৫০. আলজা-মিউস সাগীর : ইবনে মাসউদ থেকে আদী'র বরাতে, হাদীস-১১৩৬, ৭৪/১ দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

৫১. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল : সূত্র ইবনে আব্বাস,২৫৭/১ আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, শরহুস সুন্নাহ, লিলবাগাভী, হাদীস নং১৩২৫৪, ১৭৫/১২, আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। আহমদ'র বরাতে মাজমাউয যাওয়াদে, তাবরানী, কিতাবুল আদাব, বাবু মা জাআ ফিল আসমাইল হাসানা, দারুল কিতাব, বৈরুত-৪৭/৮,

৫২. জা-মিউত তিরমিযী : আবওয়াবুল আদাব মা জাআ ফী তাগঈরিল আসমা' অধ্যায় ১০৭/২ আমিন কোম্পানী, দিল্লী।

৫৩. কানযুল উম্মাল : মুরসাল সনদে উরওয়া থেকে ইবনে সা'দ'র বরাতে, হাদীস ১৭৫০৬, মুআসসাসাতুর রিসালাহ্ ১৫৭/৭।

অর্থাৎ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়কে অলুক্ষণে (বা অশুভ) সাব্যস্ত করতেন না। যখন তিনি কোন দায়িত্বে কাউকে নিযুক্ত করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তা পছন্দ হতো, তখন খুশী হয়ে ওঠতেন এবং ওই খুশী তাঁর পবিত্র চেহারায় প্রতিভাত হতো। যদি ব্যক্তিটির নাম অপছন্দ হতো, তবে তাও পবিত্র চেহারায় পরিস্ফুট হতো। আর যখন তিনি কোন জনপদে শুভাগমন করতেন, তখন ওই জায়গার নাম জানতে চাইতেন। নাম পছন্দ হলে তিনি আনন্দিত হতেন এবং ওই আনন্দ তাঁর চেহারা মুবারকে উদ্ভাসিত হতো। অপছন্দ হলে তাও তাঁর নূরানী চেহারায় দেখা যেত।[৫৪]

এবার সত্যানুন্ধ্যানী দৃষ্টি দিয়ে হাবীব পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ঐশী তত্ত্বাবধানের গোপন মায়ার সুরক্ষা দেখুন। হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানিত পিতা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)র পবিত্র নাম 'আব্দুল্লাহ' যা উম্মতের নামসমূহের সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

احب اسمائک الی اللّٰه عبد اللّٰه وعبد الرحمٰن رواه مسلم وابو داؤد و الترمذی وابن ماجة عن عبد اللّٰه بن عمر رضی اللّٰه تعالٰی عنهما

অর্থাৎ তোমাদের নামগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে সব চেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। এ হাদীস ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মা-জাহ, সাইয়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫৫]

সরকারে কা-য়েনাত'র শ্রদ্ধেয় জননীর নাম মুবারক 'আমেনা' যা **امن** ও **امان** শব্দ থেকে উদ্ভূত। '**ایمان**'র শব্দমূলও তাই। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, তাঁর মধ্যে এ সকল গুণাবলীর সমাহার ছিল। বুযুর্গ পিতামহের নাম আব্দুল মুত্তালিব। মুত্তালিব '**الحمد**' এর সমার্থক। ওই পবিত্র প্রশংসিত উৎস থেকে সর্বোত্তম ও পবিত্রতম সত্তা **محمد** , **احمد**, **حامد** ও **محمود** (মুহাম্মদ, আহমদ, হামেদ ও মাহমুদ)'র শুভ-আবির্ভাব হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত ছিল। শ্রদ্ধেয়া দাদীজানের নাম ফাতেমা বিনতে আমর ইবনে আ-য়েয (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), যে পবিত্র নামের কল্যাণ, সৌন্দর্য দিবাকরের চেয়েও উজ্জ্বলতর। হাদীসে পাকে হযরত বতুল যাহরা সাইয়্যিদা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নামকরণের হেতু এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

৫৪. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল কাহানাহ্, ওয়াত্ তাত্বায়্যুর, 'আত্-তীরাহ্ ওয়াল খাত্ব' শীর্ষক অধ্যায়, আফতাবে আলম প্রেস মুদ্রিত, লাহোর, ১৯১/২

৫৫. 'সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ফী তাগায়্যুরিল আসমা শীর্ষক অধ্যায় ৩২০/২ আফতাবে আলম প্রেস, লাহোর থেকে মুদ্রিত। জামে' তিরমিযী, আবওয়াবুল আদাব ماجاء ما یستحب من الاسماء অধ্যায় ১০৬/২ আমীন কোম্পানী, দিল্লী। ⊙ সুনানে ইবনে মা-জাহ, আবওয়াবুল আদাব ما جاء ما یستحب من الاسماء অধ্যায়, পৃ. ২৭৩ এইচ.এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী।

انما سميت فاطمة لان الله تعالٰى فطمها ومحبيها من النار رواه الخطيب عن ابن عباس رضى الله تعالٰى عنهما

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা আয্যা ও জাল্লা তাঁর নাম ফাতেমা রাখার কারণ (এটি **فطم** থেকে নির্গত) তিনি তাঁকে এবং যাঁরা তাঁকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করেন তাঁদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। (**فـطـم** শব্দের অর্থ আযাদ করা, মুক্ত করা) খতীবে বাগদাদ এ হাদীস হযরত ইব্নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন।[৫৬]

হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাতামহ অর্থাৎ নানাজান হলেন ওয়াহাব, এর উৎপত্তি **وهب** থেকে। অর্থ দান, বখশিশ। যাঁর গোত্র হলো বনু যাহরা (**بنو زهرا**), যার অর্থ নির্যাস, দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা। মাতামহী অর্থাৎ নানীজানের নাম **برّه** (বাররাহ্) অর্থ পুণ্যময়ী। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে যেমনটি উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

এরা তো একান্তই তাঁর মূল পূর্ব পুরুষ। দুগ্ধদাত্রীগণকে দেখুন! প্রথম স্তন্যদাত্রী হলেন **ثويبه** (সুওয়াইবা) শব্দটির উৎপত্তি **ثواب** (সওয়াব) হতে, যার অর্থ নেক, প্রতিদান। আর তিনি ওই ঐশী অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন। অতঃপর হযরত হালিমা বিনতে আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস। এটি আরবী **حلم** থেকে গঠিত। অর্থ ধৈর্য ও গাম্ভীর্য। আশাজ্জ আব্দুল কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة** অর্থাৎ তোমার মধ্যে রয়েছে এমন দু'টি স্বভাব, যা আল্লাহ ও রাসুল ভালবাসেন। সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য।[৫৮]

তাঁর (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) গোত্রের নাম বনু সা'দ (**بنو سعد**)। সৌভাগ্য ও পুণ্যশীলতার অর্থবহ। ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্যে ধন্য। **كما بينه الامام مغلطائى فى جزء حافل سمّاه التحفة الجسيمة فى اثبات اسلام حليمة** অর্থাৎ যেমন ইমাম মুগলতাঈ বিষয়টিকে এক বৃহৎ খণ্ডে বর্ণনা করেছেন। যেটার নামকরণ করেছেন **التحفة الجسيمة فى اثبات اسلام حليمة** (আত্তুহফাতুল জাসীমা ফী ইসবাতি ইসলামে হালীমা)[৫৯] হযরত হালিমা সা'দিয়া হুনাইন'র দিন যখন প্রিয় নবীর কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি দুধমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। আর নবুওয়তের নূরানী চাদর নিজ হাতে বিছিয়ে তাঁকে সেখানে বসান।[৬০]

---

৫৬. হযরত ইবনে আব্বাস থেকে খত্ব'র বরাতে তা'রীখে বাগদাদ (অনূদিত)৩৩১/১২ আলেম ইবনে হামীদ আশশামীরী, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত। ০কানযুল উম্মাল, হাদীস ৩৪২২৬ ও ৩৪২২৭, মুআসসাসা আর রিসালা। ১০৯/১২ বৈরুত।

৫৭. আস্-সীরাতুন্নবুবিয়্যাহ্ কৃত ইবনে হিশাম, হযরত আব্দুল্লাহ্ ও আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু'র বিবাহ, ১৫৬/১ দা-র ইবনে কাসীর, বৈরুত।

৫৮. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায় শিরোনাম باب الامر بالايمان بالله الخ ৩৫/১, কদীমী কুতুবখানা, করাচী।

৫৯. শরহুয্ যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ্, আলমাকসাদুস্ সানী, আল ফাসলুর রা-বি' ২৯৪/৩ দারুল মা'রিফা, বৈরুত।

৬০. আল-ইস্তীআ-ব ফী মা'রিফাতিল আসহাব (অনূদিত) ৩৩৩৬, হালীমাতুস্ সা'দিয়া দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ৩৭৪/৪। বৈরুত।

যাঁর কাছ থেকে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধপান করেছিলেন, তাঁর স্বামী হারেস সা'দী। ইনিও ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কদমবুসী করতে হাজির হয়েছিলেন। পথিমধ্যে কুরাইশরা তাঁকে বললো, "হে হারেস, তোমার ছেলের কথাগুলো শোনো, সে বলছে, মৃত মানুষগুলো নাকি আবার জীবিত হবে। আল্লাহ নাকি বেহেশত ও দোযখ নামে দু'টি ঠিকানা বানিয়ে রেখেছেন।" তিনি হাজির হয়ে আরয করলেন, 'কী, হে প্রিয় বেটা আমার? (অর্থাৎ ওদের কাছ থেকে যা শুনলাম, তা কি ঠিক?) তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র গোত্র তাঁর কথায় সন্দিহান। হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যা', আমি তাই বলছি?

আর, হে আমার পিতা (হারেস), যখন ওই দিন আসবে, তখন আমি আপনার হাত ধরে বলবো, দেখুন, ওই দিনটি এখন সত্য, না মিথ্যা, যেদিনের সংবাদ আমি দিয়ে থাকতাম?" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ইসলাম গ্রহণের পর হারেস (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নবীজির ওই ইরশাদ স্মরণ করে বলতেন, 'যদি আমার নবীপুত্র আমার এ হাত ধরেন, তবে ইনশাআল্লাহ, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত সে পবিত্র হাত আমি ছাড়বো না।" এ হাদীস ইউনুস ইবনে বুকাইর রেওয়ায়েত করেছেন।[৬১]

হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اصدقها حارث وهمام অর্থাৎ নামমূহের মধ্যে সবচেয়ে সৎ নাম হলো হারেস ও হুমাম। এ হাদীস 'আল আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে ইমাম বুখারী এবং আবু দাউদ ও নাসাঈ আবুল হাইসামী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৬২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুধভাই, যিনি ছিলেন দুধের শরীক, যাঁর জন্য হুযূর সায়্যিদিল আলামীন একটি স্তন নিরবে ছেড়ে রাখতেন, গ্রহণ করতেন না, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ সা'দী। তিনিও ছিলেন ইসলাম ও সাহাবীত্ব লাভে ধন্য। যেমন ইবনে সা'দ'র অভিমত, বিশুদ্ধ সনদ, মুরসাল বর্ণনা।[৬৩]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বড় দুধবোন, যিনি তাঁকে কোলে নিয়ে খাওয়াতেন, বুকে শুইয়ে প্রার্থনামূলক শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে ঘুম পাড়াতেন, এ কারণে তিনিও ছিলেন তাঁর মাতৃতুল্য।

---

৬১. আওরাদুল আনফ, তাঁর রেদ্বায়ী পিতা (দুধু পিতা) ইউনুস ইবনে বুকাইর এর বরাতে। ১০০/২ দা-র' ইহইয়াউত্ তুরাস আল আরাবী, বৈরুত। শরহে আযযুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ, ইউনুস ইবনে বুকাইর, আলমাকসাদুল আউয়াল' রাসূলুল্লাহর দুগ্ধপান সংক্রান্ত বর্ণনা' ১/১৩৪, দারুল মা'রিফা, বৈরুত। প্রাগুক্ত, আলমাকসাদুস সানী, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, দুগ্ধপান সংক্রান্ত বর্ণনা ২৯৪/৩।

৬২. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, অধ্যায় শিরোনাম: 'ফি তাগায়্যুরিল আসমা' ৩২০/২, আফতাবে আলম প্রেস, লাহোর। আল আদাবুল মুফরাদ, অধ্যায় ৩৫৬, হাদীস ১৮১৪ আলমাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সাঙ্গলা পৃ. ২১১।

৬৩. ইবনে সা'দ কৃত আত্‌তাবকাতুল কুবরা ذكر من ارضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم অধ্যায়। ১১৩/১। শরহে আযযুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল্লদুনিয়্যাহ, আলমাকসাদুল আউয়াল, যিকরু রিদা-ঈহী দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৪২/১৪৩/১।

সেই সৌভাগ্যবতীর নাম সায়েমা সা'দিয়া অর্থাৎ আলামত বা চিহ্নধারী, যা দূর থেকেই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে। তিনিও ইসলাম গ্রহণে মর্যাদাবান ছিলেন।[৬৪]

হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়ে মা হালীমা সা'দিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) যাচ্ছিলেন। পথে তিনজন কুমারী তরুণী অপূর্ব ওই সুদর্শন চেহারার শিশু নবীকে দেখে আদরের আতিশয্যে নিজ নিজ স্তন তাঁর পবিত্র মুখে পুরে দিলেন। কিন্তু কী অপার বিস্ময়! কুমারীত্রয়ের বুকে দুধ এসে গেল। ওই পবিত্র তিন রমণীরই নাম 'আতিকা' (عاتكه) যার সমার্থক শব্দ শারীফা (شريفه), রাঈসা (رئيسه), কারীমা (كريمه) অর্থ- সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, মমতাময়ী- যাঁরা ছিলেন আপাদমস্তক সুরভিত। তিনজনই ছিলেন বনু সুলাইম গোত্রের। গোত্রের নাম سلامت (সালা-মত) শব্দ থেকে উৎকলিত, যা اسلام (ইসলাম) শব্দের স্বগোত্রীয়। এ তথ্য ইস্তিআব (استيعاب) এ আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন।[৬৫]

কতেক ওলামায়ে কেরাম انا ابن العواتك من سليم (অর্থাৎ আমি বনু সুলাইম গোত্রের আ-তিকাত্রয়ের সন্তান) এ হাদীসকে উপরোক্ত অর্থে গ্রহণ করেছেন। এ হাদীস সুহাইলী উদ্ধৃত করেছেন।[৬৬]

আমি (মূল গ্রন্থকার) বলছি, এটাই হক যে, কোন নবীই এমন কোন নিদর্শন ও বুযুর্গী পান নি, যেটার সদৃশ অথবা তদপেক্ষা উত্তম (আয়াত ও কারামত) আকরামুল আম্বিয়া আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়নি এটা ছিল ওই মর্তবার পরিপূরক যে, মসীহ্ কালেমাতুল্লাহ্ (সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি)কে পিতা ছাড়া কুমারী মায়ের উদর থেকে পয়দা করেছেন। আর আল্লাহর সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য পুণ্যবতী রমণীত্রয়ের স্তনে দুধের সঞ্চার করে দিয়েছেন। آنچه خوباں همه دارند تو تنها داری (অর্থাৎ যত না সৌন্দর্য-সৌকর্য সবাই মিলে ধারণ করেন, আপনি তা একাই রাখেন) وصلى الله تعالى عليك وعليهم وبارك وسلم (আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি দুরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল করুন।) ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন- لم ترضعه مرضعة الا اسلمت ذكره فى كتابه سراج المريدين অর্থাৎ সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে যত বিবিগণ দুধ পান করিয়েছেন, তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী এটাকে স্বীয় গ্রন্থ সিরাজুল মুরীদীন-এ উল্লেখ করেছেন।

এটা তো ছিল দুধ পান করানোর বিষয়, তাতে আংশিকতার উপস্থিতি রয়েছে। হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুগ্ধদাত্রীর নামও কি? বরকত, যাঁর কুনিয়ত (উপনাম) উম্মে আয়মান। শব্দটি يمن (ইয়া-+মীম+নূন) দ্বারা গঠিত।

৬৪. প্রাগুক্ত, আলমাকসাদুর রা-বি' যিকরু রিদা-ঈহী, ৩/২৯৫ দারুল মা'রিফা, বৈরূত। প্রাগুক্ত : আলমাকসাদুল আউয়াল, ১৪৬/১

৬৫. শরহে আয্ যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল্লাদুনিয়্যাহ, 'আলা ইনতীআ-ব'হ বরাতে। আলমাকসাদুল আউয়াল,১৩৭/১, বৈরুত।

৬৬. প্রাগুক্ত।

এটাও বরকত, বিশুদ্ধতা, শক্তিমত্তা ইত্যাদির অর্থদ্যোতক। তিনি বুযুর্গ সাহাবীয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুন্না)দের অন্যতম। সাইয়্যিদ আলম (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন, انت امّى بعد امّى অর্থাৎ আপনি আমার মায়ের পরে মা।[৬৭]

হিজরতের পথে তাঁর খুব তৃষ্ণা অনুভব হল। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, আসমান থেকে নুরানী রশিতে পানির এক মশক ঝুলছে। তিনি ওই পানি তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। এরপর আর তৃষ্ণা জাগে নি। প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখতেন, কভুও তৃষ্ণা অনুভব করেন নি। এ হাদীস ওসমান ইবনে আবুল কাসেম থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন।[৬৮]

প্রিয়নবী হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বেলাদত (শুভজন্ম) মুহূর্তে যাঁরা তাঁকে হাতে নেয়ারও সৌভাগ্যমণ্ডিত, তাঁদের নামও দেখুন! একজনের নাম 'শেফা' (অর্থাৎ আরোগ্য)। এটা হযরত সাইয়্যিদা শেফা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন।[৬৯] তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)'র শ্রদ্ধেয়া জননী মহিয়সী সাহাবীয়্যাহ্ (মহিলা সাহাবী)।

আরেকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, যিনি পবিত্র বেলাদতের শুভ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন তাঁর নাম ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ্ সাকাফিয়্যাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)। তিনিও সাহাবিয়্যাহ।

হে ইনসাফের চোখ! প্রত্যেকটি সম্পর্ক, আর প্রত্যেকটি সম্পর্কিত জনের এসব পবিত্র ও বরকতময় নামগুলোর সমন্বয়- এসব কি স্রেফ কাকতালীয় বা দৈবক্রমে? না, আল্লাহর শপথ, কখনোই না! বরং অনাদি ঐশী পরিকল্পনায় জেনে বুঝে এসব নাম রাখা হয়েছে এবং সেই লীলাময় দেখে দেখে এ মনীষীদের বেছে নিয়েছেন।

ভেবে দেখার বিষয় হলো, যিনি ওই পবিত্র নূর (নূরে মুহাম্মদী) কে খারাপ নামের মানুষ থেকেও বাঁচিয়ে রাখেন, তিনি কি তা খারাপ বা অপকর্মকারী লোকদের মধ্যে আমানত রাখবেন? আর অপকর্মও বা কেমন? মাআযাল্লাহ! শির্ক ও কুফর! হায়,হায়! আল্লাহর পানাহ্, হায়রে আল্লাহ! ধাইমাগণ মুসলমান, পরিচর্যাকারীরা মুসলমান। কিন্তু যে বিশেষ মুবারক জঠর দেশ হতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা

---

৬৭. আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, আলমাকসাদুল আউয়াল, নবুওয়তের প্রকাশ পূর্ব জীবন' পর্ব, ১৭৪/১- আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।
প্রাগুক্ত, আলমাকসাদুস সানী, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১১৭/২।

৬৮. ইবনে সা'দ কৃত 'আত্তাবকাতুল কুবরা, উম্মে আয়মান ওয়াসমুহা বারাকাহ্' ২২৪/৮, দা-র সা-দির, বৈরুত। শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, মাকসাদে সানী, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২৯৫/৩, দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত।

৬৯. দালা-য়েলুন নুবুওয়্যাহ, একাদশ পরিচ্ছেদ, খণ্ড- ১, পৃ. ৪০. আ-লমূল কুতুব, বৈরুত।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র চরণ বিস্তৃত করেছেন, যে পাক পবিত্র রক্ত ধারায় সেই নূরানী দেহ মুবারকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়েছে, তাঁরাই (মাআযাল্লাহ্!) এমন তেমন? হায়, আল্লাহ! এ কী করে সওয়া যায়!

خدا دیکھا نہیں قدرت سے جانا + ما بندہ عشقم و دگر ہیچ ندانیم

'প্রভুর দেখা হয়নি কভু, তাঁরে কুদরতে হয় চেনা,
ইশকে বিভোর আমরা, যে তাই ভিন্ন নাহি জানা।'

সুস্পষ্ট লক্ষণীয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বুযুর্গ পিতামাতা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) সম্পর্কে এটাই অনন্য অভিমত যে, তাঁদের জন্য নাজাত, নাজাত আর নাজাতই, যা আল্লাহ্ প্রদত্ত সাহায্যে আমরা গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন মতামতের মধ্যে বিশ্ব বরেণ্য, শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ ও বিজ্ঞ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের নিকট এটাই পছন্দনীয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনীষীদের তালিকা:

১. ইমাম আবু হাফ্স ওমর ইবনে আহমদ ইবনে শাহীন, যিনি বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়াদিতে তিনশত ত্রিশটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে এক হাজার খণ্ডের তাফসীর, এক হাজার তিন খণ্ডের মুসনাদ হাদীস রয়েছে।
২. শায়খুল মুহাদ্দিসীন আহমদ খতীব আলী বাগদাদী।
৩. হাদীস বিশারদ ইমাম আবুল কাসেম, আলী ইবনে হাসান ইবনে আসাকির।
৪. বরেণ্য ইমাম আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ সুহাইলী ('আর রাওদ্ব' প্রণেতা)।
৫. হাফেযুল হাদীস ইমাম মুহিউদ্দীন তাবারী (যাঁর সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, ইমাম নবভীর পরে হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ হয়নি)।
৬. ''শরফুল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'' প্রণেতা ইমাম আল্লামা নাসির উদ্দীন ইবনুল মুনীর।
৭. হাফেযুল হাদীস ইমাম আবুল ফাতহ্ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাইয়্যিদুন্নাস (উয়ূনুল আসার প্রণেতা)
৮. আল্লামা সালাহউদ্দীন সাফদী।
৯. হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে নাসির উদ্দীন দামেশকী।
১০. শাইখুল ইসলাম ইমাম শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার আসকালানী।
১১. হাফেযুল হাদীস ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আশবীলী ইবনুল আরাবী মালেকী।
১২. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মাওয়ারদী বসরী (আল হা-ভিল কবীর প্রণেতা)।
১৩. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে খালাফ (সহীহ্ মুসলিম ব্যাখ্যাতা)
১৪. ইমাম আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর কুরতুবী (তাযকিরাহ্ প্রণেতা)।

১৫. ইমামুল মুতাকাল্লিমীন ফখরুল মুদাক্কিকীন ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ওমর আর-রা-যী'।
১৬. ইমাম আল্লামা যাইনুদ্দীন মুনাভী।
১৭. খাতেমূল হুফফায মুজাদ্দিদুল কুরআন ইমামূল আ-শির ইমাম জালালুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর।
১৮. ইমাম হাফেয শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী (আফদ্বালুল কুরা প্রণেতা)।
১৯. 'তাহকীকু আ-মা-লির রা-জীন ফী আন্না ওয়া-লিদাইল মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বি ফাদ্বলিল্লাহি তাআলা ফিদ্দা-রাইনি মিনান না-জীন' নামক রিসালার লিখক শাইখ নুরুদ্দীন আলী আল্‌জাযযার মিসরী।
২০. আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবী শরীফ হাসানী তিলমিসানী (শিফা' শরীফের ব্যাখ্যাকার)।
২১. আল্লামা মুহাক্কিক শানূসী।
২২. ইমামে আজাল্লু আ-রিফ বিল্লাহ্ সাইয়িদী আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী 'আল-ইয়াওয়াকীতু ওয়াল জাওয়াহির' প্রণেতা।
২৩. আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ ফা-সী (দালা-য়েলুল খায়রাত'র ব্যাখ্যা 'মাত্বা-লিউল মুসাররাত'র গ্রন্থকার)
২৪. খা-তিমাতুল মুহ্বাক্কিকীন আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বা-কী যুরকানী (আলমাওয়াহিব'র ব্যাখ্যাতা)
২৫. ইমামে আজাল্লু ফকীহে আকমাল মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ কারদারী বায্‌যাযী (আলমানাকিব প্রণেতা)।
২৬. যাইনুল ফিক্‌হ আল্লামা মুহাক্কিক যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম মিসরী (আলআশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের গ্রন্থকার)।
২৭. আল্লামা সাইয়িদ আহমদ হামুভী (গামযুল উয়ূন ওয়াল বাসায়ের প্রণেতা)।
২৮. আল্লামা হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান দিয়া-র বাকরী 'আল খামীস ফী-আনফাসি নাফীস' (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রণেতা।
২৯. আল্লামা মুহাক্বিক শিহাবুদ্দীন আহমদ খফাজী মিসরী নসীমুর রিয়াদ্ব'র গ্রন্থকার।
৩০. আল্লামা তাহের ফাতনী 'মাজমাউ বিহা-রিল আনওয়ার' প্রণেতা।
৩১. শাইখু শুয়ূখি উলামা-য়িল হিন্দ্ মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী।
৩২. 'কান্‌যুল ফাওয়ায়েদ'র গ্রন্থকার।
৩৩. বাহরুল উলুম মালিকুল উলামা মাওলানা আব্দুল আলী 'ফাওয়াতিহুর রাহামুত' প্রণেতা।
৩৪. আল্লামা সাইয়িদ আহমদ মিসরী তাহ্‌তাভী' দুররে মুখতার'র টীকাকার।
৩৫. আল্লামা সাইয়িদ ইবনে আবেদীন আমীনুদ্দীন মুহাম্মদ আফন্দী শামী রদ্দুল মুখতার' প্রণেতা।

এছাড়াও বিশ্ববরেণ্য আরো বহু শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে মুহাক্কিকীন (মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল, সর্বাধিপতি আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত করুন।) ওই সকল বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র বক্তব্যসমূহ এই মুহূর্তে আমি ফকীর (মূল গ্রন্থকার)'র

দৃষ্টির সামনে। কিন্তু আমি এ কথামালা স্রেফ অভিমত সংকলনের উদ্দেশ্যে লিখিনি। না ওলামায়ে কেরাম'র এ বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা, বিশেষতঃ ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হি'র বর্ণনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে। বরঞ্চ এ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার সপক্ষে কিছু যথাযথ দলীল প্রমাণ শোনানোই উদ্দেশ্য এবং ওলামায়ে কেরাম'র পাদুকাবহনের বরকতে যে যিন্দা ফয়েজ ফকীর (মূল গ্রন্থকার)'র অন্তরে প্রবাহিত হয়েছে, দ্বীনী ভাইদের উপকারার্থে তা পত্রস্থ করা। হয়তো মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যিনি সমগ্র সৃষ্টিতে সর্বোত্তম দাতা ও দয়ার্দ্র, যিনি সবার চেয়ে বেশী উপকারী ও আস্থাভাজন-একান্ত নিজ অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তা গ্রহণ করবেন। কোন কৃতিত্বের প্রতিদান নয়; বরং নিজের বিশেষ দয়া-দাক্ষিণ্যে এ অসহায় লা-চার, অনাথ, বান্ধবহীনের ঈমান রক্ষা করত: উভয় জগতের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত থেকে রক্ষা করবেন।

بر کریماں کارہا دشوار نیست

অর্থাৎ মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বের জন্য বড় বড় কাজগুলো কষ্টকর নয়। আবার এটাও ওই সকল শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম'র উল্লেখ, যাঁদের সুস্পষ্ট ও অনুপুঙ্খ বর্ণনা এই স্বতন্ত্র বিশেষ মাসআলায় বিদ্যমান। নচেৎ সাধারণভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী, ইমামুল হারামাঈন ইমাম ইবনুস সামআনী, ইমাম কিয়াহ্‌রাসী ও ইমামে আজাল্ল কাযী আবু বকর বাকিলানী এমনকি স্বয়ং মুজতাহিদ ইমাম শাফেঈ (রহ.)'র মত মহান ইমামগণের অকাট্য প্রমাণাদির বিবরণ বিদ্যমান, যাতে তাঁর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিতৃধারা ও মাতৃধারার সকলই নাজাতপ্রাপ্ত হওয়া দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং সকল আশআরী ও মাতুরীদিয়া ইমামের সর্বজন ঐকমত্য এবং বুখারার মাশায়েখদেরও এটা মযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি।

كما لا يخفى على من له اجالة نظر فى علم الاصوليين

যেমন তা ওই ব্যক্তির অবিদিত নয়, যাঁর উসুল শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান আছে। ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি) 'সুবুলুন্ নাজাহ্' গ্রন্থে বলেন-

مال الى ان الله تعالٰى احياهما حتى امنا به طائفة من الائمة وحفاظ الحديث

একদল ইমাম ও হাফেযুল হাদীস এ সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বুযুর্গ পিতামাকে পুণরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁরা প্রিয়নবীর প্রতিও ঈমান এনেছেন।[৭০]

কিতাব আল খামীস-এ আদ্দারজুল মানীফা ফিল আবা-ইশ শারীফা' নামক মূল্যবান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে-

৭০. 'সুবুলুন্নাজাহ্' আল মাকসাদুল আউয়াল'র বরাতে যুরকানী আলাল মাওয়াহিবেল্লাদুন্নিয়া ১৬৮/১, দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত।

ذهب جمع كثير من الائمة الاعلام الى ان ابوى النبى صلى الله تعالٰى عليه وسلم ناجيان محكوم لهما بالنجاة فى الاخرة وهم اعلم الناس باقوال من خالفهم وقال بغير ذالك ولا يقصرون عنهم فى الدرجة ومن احفظ الناس للاحاديث والاٰثار وانقد الناس بالادلة التى استدل بها اولئك فانهم جامعون لانواع العلوم ومطلعون من الفنون خصوصا الاربعة التى استمد منها فى هذه المسئلة فلا يظن بهم انهم لم يقفوا على الاحاديث التى استدل بها اولئك معاذ الله بل وقفوا عليها وخاضوا غمرتها واجابوا عنها بالاجوبة المرضية التى لايردها منصف واقاموا لما ذهبوا اليه ادلة قاطعة كالجبال الرواسى ... مختصرًا

যার সারমর্ম হলো- শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ ও বুযুর্গ হাফেযুল হাদীস'র এ বিরাট দল জ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ের বর্ণনার খুটিনাটি সমালোচনা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের ধারক, তাঁদের সকলের এটাই মযহাব যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পিতামাতা নাজাতপ্রাপ্ত* হওয়ার বিষয় মীমাংসিত হয়ে গেছে। ওই সকল বড় বড় ইমামদের সম্পর্কে এ কথা কল্পনা করাও সমীচিন নয় যে, তাঁরা ঐ সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অনবহিত, যা দ্বারা এ মাসআলার বিপক্ষে দলীল গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর পানাহ্, এটা নয়, তাঁরা অবশ্যই সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, সেসব তত্ত্বের গভীরেই তাঁরা পৌঁছেছেন এবং সে ব্যাপারে এমন পছন্দসই জওয়াবও দিয়েছেন, যা কোন বিবেকবানই প্রত্যাখ্যান করবেন না। আর তাঁরা সরকারে দু'আলমের বুযুর্গ পিতামাতার নাজাতের পক্ষে পাহাড়ের মত অটল, অকাট্য দলীলাদি পেশ করেছেন, যা কারো দ্বারা টলানো সম্ভব নয়।[৭১]

বরং আল্লামা যুরকানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শরহে মাওয়াহিব এ নাজাতের পক্ষের ওলামায়ে কেমার'র বাণী ও অভিমত উল্লেখপূর্বক বলেন-

هذا ما وقفنا عليه من نصوص علمائنا ولم نر لغيرهم مايخالفه الا مايشم من نفس دحية وقد تكفل برده القرطبى

এটা আমাদের ওলামায়ে কেরাম'র বর্ণনা থেকে আমরা যা অবগত হলাম তাই। ইবনে দাহইয়া থেকে পাওয়া বিরোধিতার একটু গন্ধ ছাড়া আমরা তাঁদের মতের বিপক্ষে কাউকে দেখিনি। আর ইমাম কুরতুবী তা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে দিয়েছেন।[৭২]

* এ কথায় তাঁদের ঈমানবিহীন বা অবিশ্বাসী হওয়া প্রমাণ হয় না। বরং তাঁরা তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার পর আমাদের নবীর উপর ঈমান এনে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছেন।

৭১. কিতাবুল খামীস, আলকিসমুস্ সানী আন নাওউর রাবে' ২৩০/১, মুআসসাসা শা'বান, বৈরুত।

৭২. শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যা وفاة امه صلى الله عليه وسلم শীর্ষক অধ্যায়। ১৮৬/১, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।

এতদসত্ত্বেও কথা ওটাই, যা ইমাম সুয়ুতী বলেছেন-

ثم انى لم ادّع ان المسئلة اجتماعية بل هو مسئلة ذات خلاف فحكمها كحكم سائر المسائل المختلف فيها غير انى اخترت له اقوال القائلين بالنجاة لانه انسب بهذا المقام وقال فى الدرج بعد مادرج فى الدرج الفريقان ائمة اكابر اجلاء۔

অর্থাৎ আবার আমি এ দাবি করিনি যে, এটা ইজমাঈ (সর্বসম্মত) মাসআলা। বরং এটাতে মতভিন্নতা আছে (আর এটার হুকুমও মতভিন্নতার মাসআলাসমূহের মত হবে) কিন্তু আমি নাজাত'র পক্ষে যাঁরা তাঁদের মতামতকেই গ্রহণ করেছি। কেননা এখানে এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য অবস্থান।[৭৩]

আর তিনি 'দারজুল মানীফা'র মধ্যে এ আলোচনা লিপিবদ্ধ করে বলেছেন, উভয় পক্ষে মর্যাদাবান শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ আছেন।[৭৪]

আমি (মূল গ্রন্থকার) বলি, প্রকৃত বিশ্লেষণ এটাই যে, বিশ্লেষণ অনুসন্ধিৎসুগণ দলীল প্রমাণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। প্রথমত: কোন বর্ণনার বাহ্যিক আলোকে যে বিশেষ তত্ত্ব প্রতিভাত হয়, প্রকাশ্য ছিল যে, ওই জবাবসমূহ যথার্থ এবং এতে যথাযথ দলিলাদি উপস্থিত ও প্রতিষ্ঠিত, যা গ্রহণযোগ্য ও স্বীকার্য। ন্যূনপক্ষে এটা সসম্মানে মৌনতার বিষয়। - **الله الهادى الى صراط مستقيم**

পুণঃ নিবেদন

ইমাম আবু নুআইম 'দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ্' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আযযুহরী'র সূত্রে উম্মে সামাআহ আসমা বিনতে আবু রাহম, তিনি স্বীয় জননী থেকে বর্ণনা করেন, 'হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন ছোট শিশু, পাঁচ বছরের কচি বয়স, তিনি মা জননীর শিয়রে দাঁড়ানো। তখন মহিয়সী জননী তাঁর প্রিয় সন্তানের প্রতি করুণ দৃষ্টি ওঠালেন, আর বলতে লাগলেন,

بارک فیک الله من غلام — یاابن الذی من حوتة الحمام

نجابعون الملک المنعام — فودی غداة الضرب بالسهام

بمائة من ابل سوام — ان صح ما ابصرت فی المنام

فانت مبعوث الی الانام — من عند ذی الجلال والاکرام

تبعث فی الحل وفی الحرام — تبعث فی التحقیق والاسلام

دین ابیک البر ابراهمی — فالله انهاک عن الاصنام

ان لا توالیها مع الاقوام

---

৭৩. আদদারজুল মানীফা ফিল আবা-ইশ শারীফা।

৭৪. 'আদদারজুল মানীফা'র রেফারেন্স কিতাবুল খাসীস, আলকিসমুসসানী আননওউর রাবে' ২৩০/১, মুআসসাসা শা'বান।

অর্থাৎ "হে প্রিয় বৎস, আল্লাহ তোমাতে বরকত দিন। হে ওই ব্যক্তির সন্তান, যিনি মৃত্যুর বেষ্টনী থেকে অতি অনুগ্রহশীল মালিক আল্লাহর সাহায্যে মুক্তি পেয়েছিলেন, যে প্রত্যুষে তার মুক্তিপণের লটারী হয়েছিল, অতিকায় শত উট তাঁর ফিদইয়া (বিনিময়)তে কুরবানী দেয়া হয়েছিল। আমি যা স্বপ্নে দেখেছি, তা যদি বাস্তবায়ন হয়, তবে তোমাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গম্বর বানানো হবে সেই ধর্মের ভিত্তিতে, যা তোমার নেক পিতৃপুরুষ ইবরাহীমেরই ধর্ম আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে দেব-দেবী থেকে বারণ করছি, যেন সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে সেগুলোর প্রতি ধাবিত না হও।"৭৫

দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার অন্তিম মুহূর্তে প্রাণাধিক পুত্রের প্রতি হযরত আমেনা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)'র সে পবিত্র ওসিয়তে আলহামদুলিল্লাহ্। তাওহীদ (একত্ববাদ) ও শির্ক বিমুখতা দিনমণির মতই সমুজ্জল। সাথে সাথে দ্বীনে ইসলাম তথা মিল্লাতে ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত তাসলীম)'র প্রতিও পূর্ণ আস্থার প্রকাশ। পূর্ণ ঈমান আর কাকে বলে?, অধিকন্তু হুযূর পূরনূর সায়্যিদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তাআলা ওয়াসাল্লাম)'র রিসালতেরও অকপট স্বীকারোক্তি বিদ্যমান, তাও ব্যাপকতর বর্ণনাসহ। ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

اقول وكلمة ان ان كانت للشك فهو غاية المنتهى اذ ذالك ولا تكليف فوقه والا فقد علم بحيئها ايضا للتحقيق ليكون كالدليل على ثبوت الجزاء وتحققه كقوله صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين رضى الله تعالىٰ عنها رأيتك فى المنام ثلث ليال يجئ بك الملك فى سرقة من حرير فقال لى هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا هى انت فقلت ان يكن هذه من عند الله لمضه رواه الشيخان - عنها رضى الله تعالىٰ عنها

আমি (মূল গ্রন্থকার) বলছি, যদি ان (ইন) শব্দটিতে সংশয়ের অর্থ নিহিত হয়, তখন ওটা শেষ প্রান্তসীমা বুঝায়। তার উপর কোন চাপ প্রযোজ্য নয়। নয়তো শব্দটি নিশ্চয়তার অর্থে আসাও স্বীকৃত। যাতে পরিণাম সাব্যস্থ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলীলের মত হয়ে যায়। যেমন মুমিন জননী সায়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)'র উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ফরমান, আমি তোমাকে তিন রাত দেখেছি। ফেরেশতা (জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম) তোমাকে একটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসলেন এবং আমাকে বললেন, এটি আপনারই বিবি। আমি সে চেহারা থেকে কাপড় সরালাম। দেখলাম সে তুমিই ছিলে। আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়, তবে অবশ্যই যেন তিনি তা জারী করেন। এ হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উম্মুল মু'মিনীন থেকে বর্ণনা করেন।৭৬

৭৬. সহীহ বুখারী : কিতাবুল নিকাহ্, النظر الى المرأة قبل التزويح শীর্ষক অধ্যায়, ৭৬৮/২, কদীমী কুতুবখানা, করাচী। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িলিস্ সাহাবা, فضائل عائشه رضى الله عنها শীর্ষক অধ্যায় ২৮৫/২ কদীমী কুতুবখানা, করাচী।

এর পরে তিনি (নবী জননী) বললেন

كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وانا ميتة وذكرى باق وقد تركت خيرا وولدت طهرًا

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিতই মৃত্যুবরণকারী, প্রত্যেক নতুনকে পুরাতন হতে হয়, যত বড়ই কোন সৃষ্টি থাকুক না কেন, একদিন হারিয়ে যাবেই।
আমি তো মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার স্মৃতি থাকবে অমর হয়ে, আমি এক মহাকল্যাণ রেখে গেলাম, আর আমার (গর্ভ) থেকে এক পবিত্র সত্তার জন্ম হলো।[৭৭]
একথা বলার পর তিনি ইন্তেকাল করলেন।

رضي الله تعالىٰ عنها وصلى الله تعالى على ابنها الكريم وذويه وبارك وسلم

(আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর মর্যাদাবান সন্তানের উপর ও তাঁর অনুসারীদের উপর দুরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল করুন।
তাঁর ঈমানের এ দিব্যদৃষ্টি ও জ্যোতিময় ভবিষ্যদ্বাণী ভেবে দেখার মতই যে, আমি ইন্তেকাল করলেও আমার সুখ্যাতি রবে অব্যাহত!' আরব-অনারবের সহস্র শাহযাদী, বড় বড় সম্রাজ্ঞী ধুলোয় মিশে গেছে, যাঁদের নাম পর্যন্ত কেউ জানে না, কিন্তু ওই পবিত্র মহিয়সী নারীর সুনাম চর্চায় পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিমে জলসা ও মহাসমাবেশে মানুষে-ফেরেশতায় আসমান যমীন মুখরিত হয়ে রয়েছে, অনন্তকাল থাকবে। (লিল্লাহিল হামদ)।

শিক্ষার অভিনব দৃষ্টান্ত

সৈয়দ আহমদ মিসরী 'দুররুল মুখতার'র টীকায় লিখেছেন, জনৈক আলেম নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত পিতামাতার বিষয়ে সারা রাত চিন্তাভাবনা করতে থাকলেন, কীভাবে বর্ণনাসমূহে সমন্বয় আনা যায়। সেই ভাবনাগ্রস্থ অবস্থায় চেরাগের দিকে একটু ঝুঁকতেই আগুনে শরীর ঝলসে যায়। পরদিন সকালে এক সৈনিক এসে তাকে তার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়ে যায়। পথে একজন সব্জি বিক্রেতার দেখা পান, যে নিজ দোকানের সামনে পাল্লা বাটখারা নিয়ে বসা ছিল। তিনি উঠে এসে ওই আলেমের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন এবং নিম্নোক্ত শে-এর পড়লেন-

أمنتُ ان ابا النبي وامه - احياهما الحي القدير البارى حتى لقد شهدا له برسالته - صدّق فتلك كرامة المختار وبه الحديث ومن يقول بضعفه - فهو الضعيف على الحقيقة عارى

অর্থাৎ আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পিতামাতাকে সেই চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা জাল্লাজালালুহু জীবিত করেছেন, এমনকি তাঁরা উভয়ে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রিসালতের স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। হে ভাবুক, একথা সত্য বলে মেনে নাও যে, এটা হযরত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানের খাতিরেই করা হয়েছে।

৭৭. আলমাওয়াহিবুল্লাদুনিয়্যাহ,) আল মাকসাদুল আউয়াল, হযরত আমেনা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র ওয়াফাত সংক্রান্ত বর্ণনা- ১৬৯-১৭০/১ আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।

এ প্রসঙ্গে হাদীসও রয়েছে। যে ব্যক্তি এ হাদীসকে 'যয়ীফ' (দূর্বল) বলবে, সে নিজেই দূর্বল এবং প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত।[৭৮]

এ শে-এর গুলো শুনিয়ে ওই আলেমকে বললেন, "হে শাইখ, এটাই গ্রহণ করুন, আর না রাত জাগুন, না নিজের প্রাণটা ভাবনায় নিমজ্জিত করুন, যাতে আপনাকে চেরাগ জ্বালি দেয়। তবে হ্যাঁ, যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে যাবেন না, যাতে হারামের লোকমা না খেতে হয়।" তাঁর এ কথা শুনে ওই আলেম সম্বিতহারা হয়ে পড়েন। সম্বিত ফি. পেলে লোকটিকে আর খুঁজে পেলেন না। দোকানদারদের জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউ তাকে চিনল না। বাজারের সবাই বলল, এখানে তো কোন লোকই বসা ছিল না।

এরপর ওই আলেম ঐশী পথ নির্দেশকের গায়েবী হেদায়ত শুনে ঘরে ফিরে আসলেন। আর ওই সৈনিকের বাড়ীতে গেলেন না।[৭৯]

প্রিয় পাঠক, এই আলেম ইলম'র বরকতে দিব্যদৃষ্টি পতিত হয়েছিলেন। অদৃশ্য থেকে কোন ওলী পাঠিয়ে হেদায়ত করা হয়েছিল যে, ভয় করো, এই জটিলতায় পড়ে আল্লাহর পানাহ্, আবার না তুমি মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কষ্টের কারণ হয়ে যাও। আল্লাহর আশ্রয়, যার পরিণামে ভয়াবহ আগুণের সাক্ষাত হবে। আল্লাহ্ তাআলা আয্‌যা ওযা জাল্লা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে হযরত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রকৃত মুহাব্বত সত্যিকার আদব নসীব করুন। আর তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ, বিমুখ হওয়া ও শাস্তির কারণ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

يـا ارحم الراحمين ارحم فاقتنا ياارحم الراحمين ارحم ضعفنا تبرأنا من حولنا الباطل وقوتنا العـاطلة والتجأنا الى حولك العظيم وطولك القديم وشهدنا بان لاحول ولاقوة الا بالله العـلى العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه وذريته اجمعين۔ امين۔

অর্থাৎ হে সর্বোত্তম অনুগ্রহকারী, আমাদের অভাব ও সীমাবদ্ধতার প্রতি অনুগ্রহ করো। আমরা নিজেদের বাতিল শক্তি ও বেকার ক্ষমতা থেকে মুক্তি চাই। আর তোমার মহান কুদরত ও চিরায়ত শক্তির কাছে আশ্রয় চাই। আর ওই কথার স্বাক্ষ্য দেই যে, মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী আল্লাহ ছাড়া না গুনাহ্ থেকে বাঁচার উপায় আছে, না পূণ্যকাজ করার জো আছে। আমাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি একথার উপর যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা। আর আল্লাহ্ তাআলার দুরূদ নাযিল হোক আমাদের কাণ্ডারী ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর, ও তাঁর সকল পরিজনের প্রতি এবং তাঁর সকল সাহাবী ও আওলাদের প্রতি। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ্, এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ১৩১৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে কয়েকটি বৈঠকে সমাপ্ত হয়। এটার তারিখ ভিত্তিক নামকরণ হয় شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام (শুমূলুল ইসলাম লিউসূলির রাসূলিল কিরাম।)

৭৮. আতত্বাহত্বাভী, হা-শিয়ায়ে দূররে মুখতার, কিতাবুন্নিকাহ্, কাফি'র বিবাহ অধ্যায়, ৮১/২ আলমাক্তাবাতুল আরাবিয়্যাহ্, কোয়েটা।
৭৯. প্রাগুক্ত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

* শামে কারবালা
* মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (দ.) পরিচিতি
* কালামে রেযা
* কাব্যানুবাদ : কসীদায়ে বুরদা ও কসীদায়ে গাউসিয়া শরীফ

আ'লা হযরত রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম